রেজিষ্টার নং৭৭ Rigistered No 77. রেজিষ্টার নং ৭৭

অমৃতবাজারপত্রিকা

মূল্যঃ—অগ্রিম বার্ষিক ৮॥, ডাক মাশুল ১॥০, ষাণ্মাসিক ৪৫, ডাকমাশুল ৫০, ত্রৈমাসিক ৩, ডাক মাশুল ।৴০ আনা।। অনগ্রিম বার্ষিক ১০॥০, ডাক মাশুল ১॥০টাকা প্রতি খণ্ড ।৴ বিজ্ঞাপন প্রকাশের মূল্যঃ—প্রতি পুংক্তি, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার ৵০, চতুর্থ ও ততোধিকবার ৵০আনা। ইংরেজী প্রতি পুংক্তি ।০আনা।

৯ম ভাগ { কলিকাতাঃ—২০ই জ্যৈষ্ঠ, —বৃহস্পতিবার, সন ১২৮৩ সাল ইং ২রা জুন ১৮৭৬ সাল। } ২৬ সংখ্যা

বিজ্ঞাপন।

—:০:—

প্রমোদ্ কুমার নাটিকা।

সংস্কৃত যন্ত্রে, ক্যানিং লাইব্রেরি, চিনাবাজার ২৯,৫০ ও ৫১ নং রসময় সুরের দোকানে ও ৬ নং ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। মূল্য ।৴ আনা মাত্র ডাক মাশুল ৴ আনা

নিম্ন লিখিত পরীক্ষিত ঔষধ কলিকাতা ২৮ নং ঝামাপুকুর শ্রী যুক্ত বাবু শশী ভুষণ দের বাটিতে ও ভদ্রেশ্বরে উক্ত বাবুর ডিস্পেন্সরিতে প্রাপ্তব্য!

১। স্পিরিট ক্যাম্ ফর। এই মহৌষধ অতিসার ও উলাউঠা ব্যাধির বিশেষ উপকারী এবং ইহা দ্বারা অনেক আরোগ্য লাভ করিয়াছে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং /১০

২। গ্রীষ্মকালীন পানিয় দ্রব্য। পরিশ্রান্ত ব্যক্তিগণ এক চামচে পান করিলে শরীর সিগ্ধ, হজমীকারক, অগ্নি বৃদ্ধিকারক ও পেটের উপদ্রব নাশ করিবে। মূল্য ॥৵০ প্যাকিং ৴

৩। বৃহৎ হিম সাগর তৈল। এই উৎকৃষ্ট তৈল গাত্রে ব্যবহারে বায়ু পিত্ত রোগ সকল বিশেষ উপকার লাভ করিবে। যথাঃ—মাথা ঘোরা, বেদনা, শিরঃপীড়া, গাত্র জ্বালা, শরীর অবসন্নতা, হৃৎকম্প, চক্ষু ঘোর দর্শ, মস্তিস্কের ক্ষীণতা উদারাধ্মান, বায় উদ্গার ইত্যাদি মূল্য ১ প্যাকিং ৴

৪। বাতরাজ তৈল ইহাতে বিবিধ বাত যথা কামডালে, বিদুলে, কনকনে, হাত পা অবশ, বা টেনে ধরা যত দিনের হউক না কেন নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে মূল্য ৮০ প্যাকিং ৴

৫। চর্ম্ম রোগাদি তৈল। গরল, দাদ চুলকনি, রক্ত কুষ্ঠ, পাঁছড়া, টাক, পারা দ্বারা বা শোণিত বিকৃত হইয়া ত্বকের উপর চক্রাকার মূল্য ৮০ প্যাকিং৴

৬। কর্ণ পীড়া তৈল। ইহাতে কর্ণের কর্ণের বিবিধ পীড়া, কাণের ভিতর ঘা, ও রস বা পুঁজ পতন, বা বধিরতা দোষ আরোগ্য হইবে মূল্য ॥০ প্যাকিং /১০

৭। শরীর শোধক বটিকা। মেহ ধাতুস্থ পীড়া, বহুমূত্র, শ্বেত প্রদর, স্ত্রী লোকের বাধক পুরতন কাশী অম্ল পিত্ত, গুল্ম, অর্শ, দুর্ব্বলতা ও পুরুত্ব হানি এক একটি রোগের ভিন্ন ২ অনুপান দিয়া সেবন করিলে ত্বরায় আরোগ্য হইবে মূল্য ১৴ প্যাকিং

৮। গৃহিনী ও রক্ত আমাশয়ের বটিকা। ইহাতে নুতন বা পুরাতন আমাশয়, পেটের বেদনা, কামড়ালি, ও গৃহিণী পীড়ার উপশম হইবে। মূল্য ৮ ঐ

৯। উপদংশ রোগ ও ঘার অতি উত্তম মলম॥ পারাসংশ্লিষ্ট রহিত) নানা বিধ গরামর অন্যান্য ঘা। যথা নূতন, পুরাতন ঘা, নালী ঘা অর্শ পীডার যে ঘা বলিয়া থাকে, পারার ঘা, বিশেষতঃ নূতন ঘা এক সপ্তাহের মধ্যে আরোগ্য হইবে। মূল্য ॥০ ঐ /১০

এস বি, দে এণ্ড ডি, এন মিত্র, এল, এম, এস কৃত॥

THE INDIAN EVIDENCE ACT 1872.

BY

KISHORI LAL SARKAR M. A. B. L.

Price Rs. 3

This is decidedly the best edition of the Indian Evidence Act that we have yet seen. Babu Kissoree Lal Sircar has spared no pains to remove the difficulties which stand the uninitiated readers of the Act in the face. He has made the work acceptable to the public generally.

—*Law Observer.*

To be had at the Amrita Bazar Putrika Office and Thacker Spink & Co's Library.

যশোর লোন কোম্পানী লিমিটেড

মূলধন ২০০০০ বিশ হাজার

টাকা, প্রতি অংশ দশ টাকা।

১৮৬৬। ১০ আইনানুসারে, উক্ত কোম্পানী স্থাপিত ও রেজেষ্টরিকৃত হইয়াছে। কোম্পানি সংস্থাপনের অভিপ্রায় এই যে, টাকা কর্জ্জ দিয়া শুদ গ্রহণ করা এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অন্য২ যে কর্ম্ম করা অবশ্যক তাহা করা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে কেহ কোম্পানির মুলধনের অংশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে আগামী জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে যিনি যত অংশ লইতে ইচ্ছা করেন তাহা আমাকে লিখিত পত্রের দ্বারা নাম নিবাসাদি সহ জ্ঞাত করিবেন। কোম্পানীর কার্য্য সম্বন্ধে যে কোন বিষয় কেহ জানিতে ইচ্ছা করেন তিনি যশোর লোন কোম্পানীর কার্য্যালয়ে আমার নিকট অথবা ঐ কোম্পানীর পক্ষে মেনেজিং ডিরেকটর শ্রীযুক্ত বাবু প্যারিমোহন গুহ মহাশয়ের নিকট জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

সেক্রেটরি লোন কোম্পানী

যশোর।

শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বর্দ্ধমান

প্রদেশাধিপতি বাহাদুরের

অনুমোদিত ও অনুজ্ঞাত

শ্রীচন্দ্রকিশোরসেনকবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধালয়

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

উপরোক্ত ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ অর্থাৎ বাঙ্গলা মতের সর্ব্বপ্রকার রোগের নানাবিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল, ঘৃত ও পাচনাদি সুলভ মুল্যে সর্ব্বদা প্রস্তুত প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং জনৈক উপযুক্ত চিকিৎসক সর্ব্বদা তথায় উপস্থিত থাকিয়া ব্যবস্থা করিয়া ঔষধাদি প্রদান করেন।

কোষবৃদ্ধি (একশীরা) পীড়ার মহৌষধ।

এই কষ্টকর পীড়া যদি এক বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে সমুদ্ভুত হইয়া থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই মহৌষধ এক কৌটা মাত্র সেবন করিলে সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। এই পীড়া এক বৎসরের অধিক কালের হইলে ইহা কিঞ্চিৎ ব্যাপক কাল সেবনেই নিঃশেষ আরোগ্য হয়। এই ঔষধ কয়েক দিবস সেবনেই জ্বর, দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি উপদ্রব সকল দূরীকৃত হয়। এই ব্যাধি কর্ত্তৃক সর্ব্বদা যে পুরুষত্বের হানি হইয়া থাকে তাহাও ইহা সেবনে বিশিষ্ট রূপ আরোগ্য হয়।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা ডাক মাশুল ।০

সুরসুন্দরীবটিকা।

(সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগের মহৌষধ।)

ইহা সেবন করিলে রক্ত ও শ্বেত প্রদর, কষ্টরজ বাধক, রোগ বন্ধ্যা এবং অকাল প্রসব অর্থাৎ গর্ভস্রাব ইত্যাদি সর্ব্ব প্রকার স্ত্রীরোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। এই কল্যাণকর সিদ্ধ বটিকা সর্ব্ব শরীরের রক্ত পরিস্কার করিয়া জরায়ুর সমস্ত পীড়া নিঃশেষ আরোগ্য করে।

এক কৌটার মুল্য ২ টাকা। ডাক মাশুল ৹

ভৈষজ্য রত্নাবলী।

সুপ্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাগ্রন্থ।

ইহাতে সমস্ত রোগের চিকিৎসা পথ্যাপথ্য ঔষধপ্রয়োগ ও প্রস্তুত করিবার প্রণালী বিস্তারিত রূপে লিখিত আছে। ইহা পরিবর্দ্ধিত আর্থাৎ ইহাতে চক্রদত্ত, রসেন্দ্রচিন্তামণি ও শার্ঙ্গধর প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ হইতে নানাপ্রকার তৈল, ঘৃত, ধাতুঘটিত ঔষধ ও অরিষ্ট আসবাদি সন্নিবিষ্ট করিয়া মুল ও বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ সহিত মুদ্রিত হইয়া ২ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে; প্রতিখণ্ডের মুল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। আবশ্যক হইলে আমার নিকট মুল্য পাঠাইলেই প্রাপ্ত হইবেন।

শ্রীবিনোদলাল সেন গুপ্ত কবিরাজ; কর্ম্মাধ্যক্ষ।

মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম।

আমরা বিলাত হইতে অতি উত্তম উত্তম মৎস্য ধরিবার সরঞ্জম অর্থাৎ বিলাতি ছিপ, সুতা, হুইল, গট, বড়সি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থে আমদানি করিয়াছি। যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় তত্ত করিলে সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন।

ডি, এন, বিশ্বাস এবং কোঃ

৩২ নং ডেল হাউস এস্কয়ার দক্ষিণ

বন্দুকের দোকান।

কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

লালবেহারি মিত্র এবং কোং

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক।

১ নং অপর সারকুলার রোড, কলিকাতা।

শেয়ালদহ রেলওয়ে এষ্টেশনের ঠিক সম্মুখে।

ওলাউঠার বাক্স ১২ শিশি পূর্ণ সমেত পুস্তক ৫

ঐ ২৪ শিশি, সমেত পস্তক— ১০

রুবিনির ক্যাম্ফর ১

এখানে অন্যান্য সকল প্রকার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এবং সকল প্রকার পীড়ার ব্যবস্থা দেওয়া যায়।

প্রকৃত বন্ধু নাটক।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কুমার রায়

প্রণীত।

মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাশুল ৵০ তিন আনা।

কলিকাতা ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট কেনিং লাইব্রেরীতে, ৪নং ষ্ট্রেণ্ড রোডে, ও শ্যাম বাজার কর প্রেসে প্রাপ্তব্য।

বঙ্গবিজেতা—ঐতিহাসিক উপন্যাস।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত প্রণীত। কলিকাতা ২৪২ নং বহুবাজার ষ্ট্রিট ষ্টানহোপ যন্ত্রে, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রেরিতে পাওয়া যায়। মূল্য ১।০ ডাক মাশুল ৵০ অনা।

লর্ড লিটনের ছবি।

নূতন গবর্ণর জেনাবেলের অতি উৎকৃষ্ট লিথোগ্রাফ ছবি আমার নিকট বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে মুল্য /০। ডাক মাশুল /০।

৩৩৬, চিতপুর রোড কলিকাতা।

শ্রীদ্বারিকা নাথ রায়।

আমি ইংলণ্ড হইতে সমস্ত হোমিওপ্যাথি ঔষধ আনাইয়াছি। ডাইলিউসন ইত্যাদি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত হইবে। নিম্ন লিখিত পুস্তক ও অন্যান্য ঔষধ এখানে পাওয়া যায়।

আমার প্রণীত

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞান.	মায়	ডাকমাশুল
১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা		১।৵০
ঐ ঐ ঐ ২য় সংখ্যা		১।৵
হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যতত্ত্ব	১ম সংখ্যা	১৵০
অর্শরোগের মহৌষধ		১।০

রোগীরা আপন আপন লক্ষণ পাঠাইবেন

টাক রোগের মহৌষধ

হোমিওপ্যাথিক মেডিসন চেষ্ট	২৫
ঐ ওলাউঠার ২০ শিশি বাক্স	১০
ঐ ১০ শিশি বাক্স	

এই বাক্স এক খানি পুস্তক থাকিবে যাহা দ্বারা এই কঠিন ব্যাধি ও ইহার নানা প্রকার পরিবর্ত্তীত পীড়ার চিকিৎসা অতি সহজে করা যাইবে। ইহ নিতান্ত সরল ভাষায় লিখিত।

শ্রীবিহারিলাল ভাদুড়ি

৩৪ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রিট।

NOTICE.

Wanted a situation in Town as Khachanchee on deposit of security money, by a respectable native gentleman of varied experience and good character. Please address to A. B. care of the Printer.

রোগ বিশেষে ব্যবস্থা।

মুল্য ১।০

উজীর পুত্র চতুর্থ পর্ব্ব।

প্রতি আট পেজি ফরমার মুল্য

শ্রীকাকর চাঁদ বসু দেব

৫৪ নং হাটখোলা

৫ নং শোভাবাজার রাজবাটী।

ডাক্তার ফকির চাঁদ বাসুর কৃত অব্যর্থ ঔষধ সকল।

১। যকৃত বৃদ্ধি ও জ্বর। ১৪ দিনের মধ্যে আরোগ্য লাভ হয়

২। শুদ্ধ যকৃত বৃদ্ধি ৭ দিনে আরোগ্য লাভ হয়।

৩। উলাউঠা ভেদব মি তৎক্ষণাৎ রহিত হয়। নাড়ী গরম হয়

৪। দন্তশূল। দিবা মাত্র আরোগ্য হয়।

৫। খোস পাচড়া। ২ দিনে আরাম হয়।

৬। ঠুন্‌কো। একে দিনেই ঐ

৭। পিলে জ্বর সাত দিনে ঐ

৮। সুদ্ধ পিলে। দশ দিনে ঐ

৯। সুখো মলম। পচা ঘা পাঁচ ছয় দিনে শুকিয়ে যায়

১০। অম্ল শূল দুই পানেই তৎক্ষণাৎ আরাম হয়।

১১। পুরাতন ও মালেরিয়া জ্বর। সাত দিনে আরাম হয়।

১২। রক্ত পিত্ত। দুই পানে রক্ত উঠা রহিত হয়।

১৩। অগ্নি মান্দ্য বা অক্ষুধা তিন দিনে ভাল হয়।

১৪। গ্রহিণী। সাত দিনে ভাল হয়।

১৫। বমন। তৎক্ষণাৎ ভাল হয়।

১৬। দাদ। তিন দিনে ভাল হয়।

১৭। আম বাত। এক দিনেই ভাল হয়।

১৮। পুরাতন ধাতু চালা। সাত দিনে ভাল হয়।

হাটখোলার ৫৪ নং ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

এতদ্ভিন্ন আরও অনেক রোগের অব্যর্থ ঔষধ প্রস্তুত আছে মুল্য বোতল শিশির গায় লেখা আছে।

ডাক্তার শ্রীফকির চাদ বসু দেব।

৫নং সভাবাজার রাজ বাটী।

কলিকাতা।

নিম্নলিখিত রোগের অবধৌত মতের ঔষধ আমার নিকট পাওয়া যায়।

মুল্য ৪ মোড়া টাকায়।

১ মলবদ্ধা। ২ হাওয়াল দেল্। ৩ বমন। ৪ উদরী। ৫ পুরুষত্বহানি। ৬ অগ্নি মান্দ্য। ৭ প্রস্রাব জ্বালা। ৮ ধাতুক্ষরা। ৯ বহুমূত্র। ১০ সিত্র বা ধবল। ১১ হাঁপানি কাশী। ১২ আমাশয়। ১৩ এক কপালে মাথা ব্যথা। ১৪ পেটের দুর্গন্ধ। ১৫ ন্যাবা। ১৬ প্রমেহ। ১৭ বায়ুগোলা। ১৮ মুখের দুর্গন্ধ। ১৯ রক্ত পিত্ত।

শ্রীফকি চাঁদ বসু দেব।

৫৪ নং হাট খোলা।

৫ নং সভাবাজার রাজবাটি

কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত

আশা কানন কাব্য।

প্রকাশিত হইয়াছে। মুল্য ১ এক টাকা ডাক মাসুল ৵০

রায়যন্ত্র ১৭ নং ভবানী চরণ দত্তের লেন,

ক্যানিং লাইব্রারি, ৫৫ নং কলেজ ষ্ট্রিট,

সোমপ্রকাশ যন্ত্র, ভবানীপুর।

এবং এম, এল, মল্লিক এবং কোং এর দোকান ৩৭ নং সোয়ালো লেনে প্রাপ্তব্য।

জয় পাল।

ইতিহাস মুলক নাটক।

কলিকাতা, কলেজ ষ্ট্রিট ক্যানিং লাইব্রারি, বিশ্বাস এণ্ড কোং; বেচু চাটুর্য্যের ষ্ট্রিট, সংস্থ বন্ত্রের পুস্তকালয়ে; ঠনঠনিয়া, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রি নং ৩৭, আলবার্ট প্রেস, চিনাবাজার, পদ্ম চত নাথের দোকানে ও অপরাপর স্থানে এবং গড় পার ডে নং ৪৯ গড় পার বান্ধব, পাঠ্য পুস্তকালয় অথবা আমার নিকট বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে। মুল্য ১ এক টাকা; ডাক মাশুল ৵০ দুই আনা মাত্র।

শ্রীপ্রথম নাথ মিত্র।

নং ৫৯, গড় পার রোড, কলিকাতা।

নগ নলিনী নাটক। মুল্য ১ এক টাকা, ডাক মাশুল /০ এক আনা। উক্ত২ স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত সীতাকুণ্ড প্রদেশের জগত সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ শম্ভুনাথ চন্দ্র নাথ আস্তানার সর্ব্বাধিকারী মালিক শ্রীযুক্ত কিশোরবন মোহন্ত কর্ত্তৃক যথা নিয়মে আম মোক্তার নামা দ্বারা নিযুক্ত আম মোক্তার সীতাকুণ্ড নিবাসী মৃত অনুপরাম ঘোষের পুত্র রামকান্ত ঘোষ উপস্থিত কার্য্য সকল আপন প্রাপ্ত ক্ষমতানুসারে সম্পাদন করিতেন। তিনি কোন প্রকার বিপাকে আবৃত হইয়া উপস্থিত কার্য্য সম্পাদনে অপারগ হইলে কার্য্য সকল সম্পাদন করণ জন্য উক্ত আস্তানা সেরেস্তার মহরের কার্য্য নিযুক্ত সীতাকুণ্ড নিবাসী মৃত রামদুলাল দের পুত্র রাজচন্দ্র দে মহরের নাম প্রোক্ত আম মোক্তার নামায় লিখা হয় মাত্র। রাজচন্দ্রের দ্বারা কোন কার্য্য কখনও সম্পাদন করান হয় নাই এবং হবেও না। রামকান্ত ঘোষ মোক্তারের মৃত্যু হওয়াতে আম মোক্তার নামা লিখিত কাগজটী রাজচন্দ্র মহরের হস্তে পড়িয়াছে। অতএব প্রকাশ করিতেছি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এলাকাধিন দেওয়ানি ফৌজদারি কলেক্টর আদালত ও রেজিষ্টারি সব রেজিষ্টরি কষ্টম কলেক্টরি রোড সেস ইত্যাদি অন্যান্য আপিসের কার্য্য নির্ব্বাহ সম্পাদন করিতে আম মোক্তার নামা দ্বারা রাজচন্দ্র দে মহরেরকে যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল তাহা রহিত করা হইল। উক্ত রাজচন্দ্র কর্ত্তৃক উক্ত আস্তানা সম্বন্ধীয় কার্য্য সকল অগ্রাহ্য ও আমি তাহাতে বাধ্য নহি।

সীতাকুণ্ড
১২৮৩ বাঙ্গালা
১২ ই জ্যৈষ্ঠ

প্রকাশক
শ্রীকিশোরিটন মোহন্ত
সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম।

মফঃস্বলের মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু গোপীমোহন মুখোপাধ্যায়, গঙ্গারামপুর, দিনাজপুর ১০

" " বিহারিলাল গোস্বামী, ফরিদপুর ৫

" " বনোয়ারিলাল গোস্বামী, সৈয়দাবাদ বহরামপুর ১০

" " পূর্ণচন্দ্র দাস, কটকচারি, চট্টগ্রাম ১০

" " নবীনচন্দ্র সেন, চট্টগ্রাম ১০

" " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সিলিগুড়ি ১০

" " জজ্ঞেশ্বর দাস, রাধান মিহার

" " সারদাচরণ মজুমদার, শুয়াইল পটমোহর পাবনা ৫

" " দক্ষিণাচরণ নন্দী, মাহাগঞ্জ হুগলি ১০

" " করালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, বরাকর ৫

" " বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তী, রংপুর নওয়াবগঞ্জ ৫

" " কৃষ্ণকিশোর দত্ত, কাচাদিয়া, ঢাকা ১০

" " উমাচরণ দত্ত, হাল্যাকান্দি, পাখিপাড়া ১০

" " হরকিশোর ধর, সিলেট

অমৃত বাজার পত্রিকা।

সন ১২৮৩ সাল ২০এ জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার।

ভারতবর্ষীয়দিগের উন্নতি সূচনা।

এখন যদি ভারতবর্ষবাসীরা ডিসরেলির পক্ষ গ্রহণ না করেন তাহা হইলে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান মন্ত্রীর অপদস্থ হইতে হইবে। তাঁহার এই বিপদ। প্রতি বৎসর পার্লিয়ামেন্ট আরম্ভ হইবার সময় ভুমেও তিনি মহারাণীর মুখ দিয়া ভারতবর্ষের নাম বহির্গত হইতে দেন নাই। কিন্তু এবার এই বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত তিনি ভারতবর্ষবাসীদিগের মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন। আবার গত সোমবারে কলিকাতার সমুদয় প্রধান ইংরাজ একত্রিত হইয়া দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একটী সভা করিতেন, এদেশীয়েরা সভায় উপস্থিত হইয়া পাছে তাহাদিগকে পরাজয় করে এই ভয়ে তাহারা সভা বন্ধ করিয়াছেন। যদি এদেশীয়গণ সভায় উপস্থিত হইয়া ইংরাজদিগকে পরাজয় করিতে পারিতেন তাহা হইলে আজ বাঙ্গালীদিগেরআনন্দের সীমা থাকিত না,এবং লীগের সভ্যগণ যেরূপ আশা করিতেছেন তাহাদের আনন্দসূচক অভিনন্দের ফল যদি তাহাই হয় তাহা হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষের শুভসূর্য্যউদয় হইবার সময় উপস্থিত।

শ্রেষ্ঠত্ব এবং নীচত্ব লোকের মনের বিশ্বাসের উপর অনেকটা নির্ভর করে। সিংহ শাবককে পশুরা রাজা বলিয়া সম্মান করে। ইংরাজেরা যে আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেন সে অনেকটা এই বিশ্বাসের বলে। ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা স্বীকার করি। তাঁহারা রাজা, আমরা পরাধীন প্রজা, তাহাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু তথাচ তাহারা আমাদের অপেক্ষা এত শ্রেষ্ঠ নহেন যে, পাঁচ বৎসরের একটী ইংরাজ বালককে দর্শন করিলে আমাদের তাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হওয়া উচিত। তাহারা রাজা সে কথা সত্য, কিন্তু যে রাজ্যে আইন ও বিচার আছে,যেখানে সাধারণ লোকে মতামত প্রকাশ করিতে শিখিয়াছে, যে রাজ্যে সম্বাদ পত্রের স্বাধীনতা আছে এবং যে রাজ্য সুসভ্য জাতির অধীনে সেখানে রাজা প্রজায় এরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে না যে ইংরাজের নাম শুনিয়া লোকের হৃদয়ে কম্প হইবে। ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা বিদ্যা বুদ্ধি শারীরিক বলে শ্রেষ্ঠ, সেই নিমিত্ত তাহারা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করেন না। তাহারা রাজা সেও তাহাদের কর্তৃত্বের কারণ নহে। তাহাদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে,তাহারা আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং আমাদের বিশ্বাস আছে যে তাহারা আমাদের অপেক্ষা ক্ষমতায় শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্ত তাহারা আমাদিগের উপর কর্তৃত্ব করেন। মনের এই বিশ্বাসের নিমিত্ত আমাদের ইংরাজের নাম শুনিলে ভয় উপস্থিত হয়, এই নিমিত্ত আমরা তাহাদের অত্যাচার সহ্য করি, এই নিমিত্ত এক জন ইংরাজ আসিয়া এক খানি গ্রাম লুণ্ঠন করিতে পারে এবং এই নিমিত্ত জীবন ও জাতি মান রক্ষার নিমিত্ত আমরা সাহস করিয়া কোন অত্যাচারী ইংরাজের উপর আক্রমণ করিতে পারি না। যদি এই বিশ্বাস আমরাকোন গতিকে তিরোহিত করিতে পারি ও আমরা আমাদের ও তাহাদের অবস্থতার তারতম্য বুঝিতে পারি,তাহা হইলে তখনই আমরা বুঝিতে পারি যে, ব্যবস্থাপকেরা ইংরাজদিগের জীবনের এবং আমাদের জীবনের মূল্যের কোন রূপ তারতম্য করেন নাই। তাহাদের সম্পত্তি ও শান্তি রক্ষার নিমিত্ত যে নিয়ম করিয়াছেন আমাদের পক্ষেও সেই নিয়ম করিয়াছেন। যে দিন আমাদের এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইবে, সেই দিন যে বিচারপতিরা এখন ইংরাজদিগের প্রতি পক্ষপাতী তাহাদের পক্ষপাতিতা চলিয়া যাইবে, এবং সেই দিন গবর্ণমেন্ট বুঝিবেন যে এ রাজ্য ভারতবর্ষবাসীদিগের, ইংরাজেরা এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছেন। যখন নীল বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন কিয়ৎ দিনের নিমিত্ত প্রজাদের মনে এই ভাব দৃঢ়ীভূত হয় এবং পূর্ব্বে যে ইংরাজের নাম শুনিয়া তাহারা নিদ্রিত অবস্থায় সশঙ্কিত হইত, আত্ম রক্ষার নিমিত্ত তাহাদিগকে আক্রমণ করে; যে নীলকরগণের ভয়ে তাহারা অহোরহ থর থর কাঁপিত তাহাদের বিরুদ্ধে রাজ বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করে; যে গবর্ণমেন্ট নীলকরের গোলাম ছিলেন তাঁহারা প্রজার পক্ষ সমর্থন করেন। যদি গত সোমবারে এদেশীয়গণ সভাস্থ হইয়া ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে এই বিশ্বাসটী বোধ ইহাদের মধ্যে বদ্ধমূল হইত, তাহা হইলে যে ইংরাজেরা এখন বাঙ্গালীর ছায়া স্পর্শ করেন না, তাহারা আদরপুর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে আত্মীয়তা করিতেন গবর্ণমেন্ট আর ইংরাজদিগের মুখাপেক্ষ হইয়া কার্য্য করিতেন না, তাঁহারা সর্ব্ব বিষয়ে বাঙ্গলীর নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তাহা হইলে কলিকাতার ইংরাজেরা কর্তৃত্ব করিতেন না, এখানকার কর্তৃত্ব বাঙ্গালীদের হস্তে থাকিত। যদিও এদেশীয়ণ সভাস্থ হইয়া ইহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই তথাচ ইহাদের ভয়ে ইংরাজেরা সভায় উপস্থিত হইতে সাহস করেন না। যাহাদের ভয়ে তাহারা অগ্রসর হইতে পারেন নাই, তাহারা যে তাহাদের অপেক্ষা ছোট নহে তাহাদের মনে এ বিশ্বাস জন্মিয়াছে। ইংরাজদিগের আর যত দোষ থাকুক, তাহারা শক্তি উপাসক। তাহারা যাহার নিকট পরাস্ত হন তাহাকে ভক্তি করেন। যাহাকে পরাস্ত করেন তাহাকে অস্পৃশ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

যদি ডিসরেলির প্রকৃত বিপদ হইয়া থাকে এবং লীগ যে অভিনন্দন পত্র পাঠাইয়াছেন তাহার দ্বারা যদি ডিসরেলির উপকার হয়, তাহা হইলে রাজ শাসন ক্ষেত্রে এদেশীয়েরা আরো অনেক দূর গমন করিবেন। ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র রাজ্য নহে। পৃথিবীর মধ্যে এ একটী শ্রেষ্ঠ দেশ। ইংলণ্ড ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া জগতমান্য হইয়াছেন। ইংলণ্ডের যে বৈভব তাহার আকর স্থান এই ভারতবর্ষ। ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ পরিবার এদেশের অন্নে প্রতিপালিত হইতেছে। ভারতবর্ষবাসীগণ বুদ্ধিমান, যত অল্প সময় মধ্যে ইহারা যে পরিমাণে উন্নতি করিয়াছেন পৃথিবীর কোন জাতি এরূপ উন্নতি করে নাই, অথচ ইংলণ্ডের উপর ভারতবর্ষের কিছু মাত্র আধিপত্য নাই। যদি ভারতবর্ষবাসীরা বর্ত্তমান রাজ মন্ত্রিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন তাহা হইলে ইংলণ্ডের উপর আমাদের আধিপত্য আরম্ভ হইবে। ইংলণ্ডের সঙ্গে ভারতবর্ষের যেরূপ সম্বন্ধ, ভারতবর্ষ কর্তৃক ইংলণ্ড যে পরিমাণে উপকৃত হইতেছেন, ভারতবর্ষ যেরূপ বৃহৎ রাজ্য, এক বার ইংলণ্ডের উপর ইহা যদি একটু আধিপত্য করিতে পারেন, তবে দিন দিন তাহার এই আধিপত্যের বৃদ্ধি হইবে।

নরদারণ ডেল্টা সরবে বিভাগ।

গত নবেম্বর মাস হইতে "নরদারণ ডেল্টা সরবে" নামক একটি বিভাগ স্থাপিত হইয়াছে। পদ্মা ও ভাগীরথীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের উত্তর খণ্ডস্থ নদনদী প্রভৃতি জল প্রণালী সকল সংস্কার, ও স্থান বিশেষে জল নিঃসারণ ও জলের সুগম করা এই বিভাগের উদ্দেশ্য। পাঁচ ছয় বৎসর হইল এই রূপ একটি বিভাগ একবার স্থাপিত হয়। উক্ত বিভাগ হইতে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা সরবের কার্য্যে ব্যয় হইয়া উহার কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। আমরা ভরসা করি এবার আবার সে রূপ হইবে না।

উক্ত বিভাগ হইতে আপাততঃ নদীয়া জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব খণ্ডস্থিত নদনদী সকল সরবে হইতেছে। যশোর জেলার মধ্য দিয়া যে ছয়টি প্রধান নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহার সকলেরই উৎপত্তি নদীয়া জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব খণ্ডে। সুতরাং এই সরবে কার্য্যে নদীয়া ও যশোর উভয় জেলার অধিবাসীদের স্বার্থ আছে। আমরা ভরসা করি উভয় জেলার রোডসেস কমিটী এই বিষয়ে মনোযোগ দিবেন।

নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্য দিয়া এই ছয়টী প্রধান নদী প্রবাহিত যথা—গড়ই, পাঙ্গাশী বা কুমার, নবগঙ্গা, মাইশোর বা চিত্রা, ভৈরব বা কপোতাক্ষি এবং ইছামতী। ইচ্ছামতী ব্যতীত আর কয়েকটী নদীই দুর্দ্দশাগ্রস্ত। গড়ই, কুমার ও ইচ্ছামতী ব্যতীত আর তিনটি নদীরই মুখ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপর দিয়া ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ে রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। গড়ই ও কুমারের মুখ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয় নাই বটে, কিন্তু যেরূপ গতি তাহাতে যদি শীঘ্র অন্য রূপ বিধান করা না যায় তাহা হইলে ২। ৩ বৎসরের মধ্যে উক্ত নদীদ্বয় শুকাইয়া যাইবে।

ইহার মধ্যে গড়ই নদী পদ্মা হইতে নির্গত এবং অবশিষ্ট পাঁচটী হাউলী বা মাথাভাঙ্গা হইতে বাহির হইয়াছে। পদ্মার গতি পরিবর্ত্তনে গড়ই নদীর দুর্দ্দশা হইয়াছে। আমরা এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে একটি প্রস্তাব লিখি, এবং আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম যে আগামী বর্ষাকালে গড়ই নদীর মুখ পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত গবর্ণমেন্ট হইতে এক জন আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও এক জন ওভারসিয়ার নিযুক্ত হইয়াছেন।

হাউলী বা মাথাভাঙ্গা পদ্মা হইতে বাহির হইয়া হরধামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। এই নদী দিয়া বিস্তর নৌকার চলাচল হয় এবং এই নদীর উপর কৃষ্ণগঞ্জে একটি গবর্ণমেন্টের কুত্ ঘর আছে, উহার বার্ষিক আয় ৬০ হাজার টাকা। সুতরাং এই নদীটি প্রবল রাখা গবর্ণমেন্টের স্বার্থ। গবর্ণমেন্ট ইতিপুর্ব্বে মাথাভাঙ্গা প্রবল রাখিবার জন্য হাটবোয়ালিয়ার পশ্চিম দিয়া একটি খাল কাটিয়া নদীর গতি সোজা করিয়া দেন। এই খালের দ্বারা মাথাভাঙ্গা প্রবল হইল বটে, কিন্তু কুমার নদীর গতি মন্দীভূত হইয়া গেল।

নবগঙ্গা, চিত্রা ও ভৈরবের মুখ কি রূপে কোন্ সময়ে বন্ধ হইয়া যায় তাহা অনুসন্ধান করার কোন ফল নাই।

গবর্ণমেন্ট এখন মনোযোগ করিলে এই কয়েকটী নদীই আবার প্রবাহশালী করিতে পারেন। আমরা বলিয়াছি যে মাথাভাঙ্গা নদী প্রবল রাখা গবর্ণমেন্টের স্বার্থ। নরদারণ ডেল্টা সরবে বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ দেখিবেন যে পদ্মা হইতে দেওয়ানগঞ্জ পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাইল ব্যাপী যদি একটী খাল খনন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাথাভাঙ্গা আরও প্রবাহশালী হইয়া উঠে। মাথাভাঙ্গা প্রবলতর হইলে কুমার ও ইচ্ছামতী আপনা আপনি পুষ্ট হইয়া উঠিবে। এবং নবগঙ্গা, চিত্রা ও ভৈরবের মুখ গুলি খুলিয়া দিলে এই তিনটি নদীও সজীব হইয়া উঠিবে। নবগঙ্গার মুখ চুয়াডাঙ্গার নিকট, চিত্রার মুখ রামনগরের নিকট এবং ভৈরবের মুখ মেটেরির নিকট বদ্ধ। আমরা শুনিতেছি যে নবগঙ্গার মুখ খুলিয়া দিবার প্রস্তাব হইতেছে এবং সেই উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গায় একজন সুপারভাইজার প্রেরিত হইয়াছেন। নবগঙ্গার মুখ খোলা হইলে চিত্রার মুখ না খুলিয়াও নবগঙ্গার সহিতঅল্প ব্যয়ে উহার যোগ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। চিত্রার তীরবর্ত্তী ফুলবাড়ী গ্রামের কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর পূর্ব্বে উত্তর দক্ষিণ দীর্ঘ একটি বাঁওড় আছে। এই বাঁওড়টির দক্ষিণ প্রান্ত হইতে চিত্রার তীর ১০। ১২ রশী ও উত্তর প্রান্ত হইতে খেজুরার নীল কুঠির নিম্নস্থ নবগঙ্গা নদী অর্দ্ধ মাইলের অধিক নহে। বাঁওড়ের উত্তর উক্ত অর্দ্ধ মাইল ও দক্ষিণে ১০। ১২ রশী স্থান কাটিয়া দিলে নবগঙ্গা ও চিত্রায় যোগ হইয়া যায়।

নবগঙ্গা ও চিত্রায় যোগ করিয়া দেওয়ার আর একটী পথ জলসুকার বাঁওড় বা বিল দিয়া। উপরোক্ত খেজুরার কুঠি হইতে ফুলবাড়ীর বাঁওড় যত দূর জলসুকার বাঁওড়ও তত দূর। তবে চিত্রাকে সজীব

করিয়া তুলিবার জন্য উহার সহিত রামনগরে মাথাভাঙ্গার যোগ করিয়া দেওয়া বেশী সুবিধা, কি উপরোক্ত প্রকারে নবগঙ্গার যোগ সাধন বেশী সুবিধা, সে বিষয় সাব্যস্ত করিতে ইঞ্জিনিয়ারেরা উপযুক্ত পাত্র।

মেটেরির নিকট মাথাভাঙ্গার সহিত ভৈরবের যোগ করিয়া দিলে ভৈরব প্রবাহশালী হইয়া উঠে। এই যোগ সাধন করিতে হইলে ৩ মাইল স্থান কাটিয়া দিতে হয়।

গড়ই, কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা, ভৈরব ও ইচ্ছামতী নদী সকল নদীয়ার পূর্ব্ব ভাগ ও সমগ্র যশোর জেলার যে প্রধান জলপথ তাহা কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা অবগত আছেন। এই জল পথ গুলি রুদ্ধ হইয়া গেলে যে উক্ত দুই জেলার প্রভূত অনিষ্ট হইবে তাহা বলা বাহুল্য। অতএব আমরা ভরসা করি নরদারণ ডেল্টা বিভাগের ইঞ্জিনিয়ারগণ এই নদী গুলি প্রবাহশালী করার পক্ষে গবর্ণমেণ্টকে বিশেষ রূপে অনুরোধ করিবেন। নদীয়া ও যশোরের রোডসেস কমিটী এ বিষয়ে তাঁহাদের সংগৃহীত পথ কর দ্বারা সাহায্য করিতে না পারেন, অন্ততঃ গবর্ণমেণ্টকে এই হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইতে উত্তেজনা করিতে পারেন।

মান্দ্রাজে বেলোর নামক একটী স্থান আছে। ১৮৬৯ খৃঃ অব্দে লর্ড নেপিয়ার এই স্থান দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি সেখানে গমন করিয়া দেখেন যে, এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি প্রায় ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাগারে আবদ্ধ রহিয়াছেন। দীর্ঘকাল এই রূপ আবদ্ধ থাকাতে তাহার সমুদয় শরীর বাত রোগে আক্রান্ত হয় এবং তিনি প্রায় পঙ্গু হইয়া পড়িয়া থাকেন। বন্দীর দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া লর্ড নেপিয়ারের তাহার প্রতি দয়ার সঞ্চার হয়। তিনি ইহার নিকট তাহার কারাবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু বন্দী ইহার কোন কারণই বলিতে পারেন না। কারাগাররক্ষকদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও ইহার বিশেষ কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। তাহারা বলে গবর্ণমেণ্ট ইহাকে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং তাহারা তাহাকে এই অবস্থায় রাখিয়াছে। লর্ড নেপিয়ার সেখানকার রাজপুরুষদিগের নিকট ইহার অপরাধের বিষয় অনুসন্ধান করেন, কিন্তু তাহারাও বিশেষ কোন অপরাধের কথা বলিতে পারিলেন না। তাহারা বলিলেন ইনি রাজ বন্দী, গবর্ণমেণ্ট কি কারণে ইহাকে বন্দী করিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। লর্ড নেপিয়ার এই রূপ অনুসন্ধান করিয়া ইহাকে কারাগার হইতে মুক্ত করেন। এই বন্দীর নাম বিঝিয়া রামা রাও বাহাদুর। ইনি পালোকোণ্ডা নামক স্থানের জমিদার। গবর্ণমেণ্ট নিরপরাধে ইহার সম্পত্তি হইতে ইহাকে বিচ্যুত করিয়া বন্দী করেন। যদি লর্ড নেপিয়ার বেলোরে গমন না করিতেন তাহা হইলে হয় ত ইনি চিরকাল এই রূপ বন্দী থাকিতেন। কিন্তু বিধাতা তাহার প্রতি প্রসন্ন হওয়ায় লর্ড সাহেব তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হন। রাও বাহাদুরের কারাগারের কষ্টের নিমিত্ত অকালে বার্দ্ধক্য দশা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আত্মীয় বন্ধু যাহারা ছিল ৪০ বৎসরে তাহারা কে কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই, আবার তাহার অর্থ সঙ্গতিও কিছু নাই। কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দীন অবস্থায় পতিত হইয়াছেন। দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করিয়া তাহার আশা উদ্যোম সাহস সমুদয় অন্তর্হিত হয় এবং মুক্ত হইয়া তাহার এরূপ আশা করিতে সাহস হয় না যে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট আপনার ক্ষতি পূরণের নিমিত্ত আবেদন করেন। জন সমাজে অবস্থিতি করিয়া ক্রমে তাহার মৃত শরীরে আবার জীবন সঞ্চার হইয়াছে এবং তিনি সম্প্রতি মান্দ্রাজ গবর্ণমেণ্টে নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক খানি আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদনে তাহাকে ৪০ বৎসর নিরপরাধে কারাগারে বন্দী করার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের নিকট কোন ক্ষতি পূরণের দাবি তিনি করেন নাই, ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত গবর্ণমেণ্ট বল দ্বারা তাহার সম্পত্তি হরণ করায় তাহার যে ৪০। ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতি হইয়াছে তাহারও এক পয়সা তিনি প্রার্থনা করেন নাই, তিনি লিখিয়াছেন এই সম্পত্তি তাহার পূর্ব্ব পুরুষের, বিগত তিন শত বৎসর হইতে পুরুষানুক্রমে তাহারা উহা ভোগ দখল করিয়া আসিতেছেন, এবং নিষ্কারণে গবর্ণমেণ্ট তাহাকে ইহা হইতে বিচ্যুত করিয়াছেন। তাহার প্রার্থনা যে, গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ করিয়া এই সম্পত্তি তাহাকে প্রত্যর্পণ করেন। যখন রাও বাহাদুরের প্রতি এই রূপ অত্যাচার হয় তখন এ রাজ্য কোম্পানি বাহাদুরের শাসনাধীন ছিল। তখন পরের দ্রব্য হরণ করা ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান রাজনীতিকৌশল ছিল, সুতরাং রাও বাহাদুরের প্রতি যে অত্যাচার হইয়াছে এরূপ অত্যাচার তখন যে কত শত সম্পত্তিশালী ব্যক্তির উপর হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। লর্ড নেপিয়ার যদি ইহাকে কারাগার হইতে মুক্ত না করিতেন তাহা হইলে ইহার অত্যাচারের কথা কখন কেহ শুনিতে পাইত না এবং এই রূপ কত শত নির্দ্দোষী ব্যক্তি কারাগারে নানা যন্ত্রণা সহ্য করিয়া মানব লীলা সম্বরণ করিয়াছে, কত শত লোকের সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট বল দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কত শত সম্ভ্রান্ত পরিবার এই রূপে লুপ্ত হইয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? ইংলিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ অবিচারের এখন ও শেষ হয় নাই। সুসঙ্গের ও বিজনির রাজারা রাও বাহাদুরের ন্যায় বন্দী হন নাই সত্য, কিন্তু ইহাদের সম্পত্তি নিরপরাধে গবর্ণমেণ্ট বল দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন। সুসঙ্গের রাজার প্রতি লর্ড মেও যে অবিচার করিয়াছেন তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। বিজনির রাজা কোঁচবেহারের ন্যায় স্বাধীন রাজা ছিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট এখন তাঁহাকে এক জন সামান্য জমিদার বলিয়া গণ্য করিতেছেন।

লর্ড নর্থব্রুকের প্রতিমুর্ত্তি নির্ম্মাণের নিমিত্ত যে সভার অধিবেশন হয় তাহা যে কেবল লর্ড নর্থব্রুকের আত্মীয় ও অনুগত ব্যক্তিগণ দ্বারা আহুত হয়, উহার সঙ্গে এদেশীয় জন সাধারণের কোন সংস্রব নাই, তাহা উক্ত সভার সভ্যেরা নিজেই স্বীকার পান, আবার এখন প্রতিমুর্ত্তি নির্ম্মাণের নিমিত্ত যাহারা দান করিতেছেন তাহাদের নাম দেখিলেও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। ঢাকার নবাব গনিমেয়া এই নিমিত্ত ৩ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। নবাব সাহেব লর্ড নর্থব্রুকের নিকট যেরূপ বাধিত আছেন তাঁহার পক্ষে এই দান অতি সামান্য হইয়াছে। যদি লর্ড নর্থব্রুক পদস্থ থাকিতেন তাহা হইলে বোধ হয় তিনি এরূপ সামান্য দান করিতেন না। বরদার নূতন গাইকোয়াড় এই নিমিত্ত ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহার পক্ষেও এ উপযুক্ত দান হয় নাই। ইহার কর্ত্তব্য যে, ইনি লর্ড নর্থব্রুকের একটী স্বর্ণময় প্রতিমুর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া প্রতি দিন প্রত্যূষে পূজা করেন। সার মাধব রাও হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইনিও লর্ড নর্থব্রুকের নিকট ঋণ পাশে আবদ্ধ আছেন। বোধ হয় লর্ড নর্থব্রুক পদস্থ থাকিলে ইনি এরূপ সামান্য দান করিতেন না। সে যাহা হউক, যখন লর্ড নর্থব্রুকের প্রতিমুর্ত্তি প্রস্তুত হয় তখন যেন যাহাদের অর্থে ও উদ্যোগে এই মুর্ত্তি প্রস্তুত হয় তাহাদের নাম প্রতিমুর্ত্তির নিম্নে লিখিত থাকে। যদি কোন কালে ভারতবর্ষের দুর্গতির শেষ হয়, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতার এত দূর উন্নতি হয় যে তাহারা স্বদেশের হিতাহিত চিন্তা করিতে পারেন ও উহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন, যদি কোন কালে হিন্দুজাতি আবার পদস্থ হন ও তাহাদের হৃদয়ে জাতি গৌরব উপস্থিত হয়, তখন তাহারা দেখিবেন যে যখন ভারতবর্ষের দুর্গতির এক শেষ হইয়াছিল, তখনও আর্য্যজাতির একেবারে অধোগতি হইয়াছিল না, তাহারা তখন অযোগ্য পাত্রকে সম্মান ও সম্ভাষণ করিতে বিমুখ হইতেন এবং দেশে স্বার্থপরের সংখ্যা তত অধিক ছিল না।

আমরা ইতি পূর্ব্বে এক খানি বিলাতি সম্বাদ পত্রে এই সম্বাদটী পাঠ করি। এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী পিত্রালয়ে গমন করেন। সেখানে কিছু দিন অবস্থিতি করার পর তাহার মৃত্যু হয়। মৃত্যু কালে তিনি তাহার মাতাকে একটী অঙ্গুরি দান করিয়া যান। এই অঙ্গুরিটী বিবাহের সময় তাহার স্বামী তাহাকে দান করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর কিছু দিন পর স্বামী এই অঙ্গুরির নিমিত্ত তাহার শ্বাশুড়ীর নামে রাজ দ্বারে অভিযোগ করেন। স্ত্রীর মাতা আবার এই সময় তাহার জামতার নামে ইহাই বলিয়া অভিযোগ করেন যে, তাহার স্ত্রী (অর্থাৎ অভিযোগকারিণীর কন্যা) পীড়িত অবস্থায় তাহার বাটী অনেক দিন অবস্থিতি করে। এই নিমিত্ত তাহার বিস্তর ব্যয় হইয়াছে। এই ব্যয় ন্যায্য মতে তাহার স্বামীর বহন করা কর্ত্তব্য এবং তিনি বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া এই অর্থের নিমিত্ত তাহার জামতার নামে অভিযোগ করেন। বিচারে কি সাব্যস্ত হয় তাহা প্রকাশ হয় নাই।

জম্প্রতি কলিকাতায় একটী কদর্য্য মকর্দ্দমা উপস্থিত হইয়াছে। এক জন বিলাতী সাহেব, নিতান্ত অভদ্র নহে, মদ পান করিয়া তাহার অষ্টমবর্ষীয় বালিকার প্রতি ব্যভিচার করে। এই নিমিত্ত তাহার স্ত্রী পোলিসে তাহার স্বামীর নামে অভিযোগ করিয়াছে এবং তাহার অষ্টমবর্ষীয় কন্যা স্বয়ং পিতার বিরুদ্ধে রাজ বিচারালয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে।

এই দুইটী ঘটনা দ্বারা আমরা ইংরাজদিগের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা কতক অনুভব করিতে পারি। এ দুইটী ব্যক্তিগত ঘটনা দ্বারা সমস্ত জাতিকে প্রশংস কি নিন্দা করা অন্যায়, কিন্তু এ রূপ ঘটনা উপস্থিত হইলে যে জাতি আশ্চর্য্য কি কষ্ট প্রকাশ করেন না সে জাতির গঠন প্রণালীর দোষ গুণ অনায়াসে বিচার করা যাইতে পারে। এ রূপ কার্য্য এ দেশে হয় না আমরা তাহা বলি না, কিন্তু এ রূপ পশু বৎ ও ঘৃণাস্কর কার্য্য এ দেশে হইলে যাহারা ইহা করে তাহারা সুদ্ধ জাতঃপাত হয় না, চারি দিক হইতে তাহাদের এত যন্ত্রণা উপস্থিত হয় যে, জন সমাজ ত্যাগ করিয়া তাহাদের বনে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইতে হয়। আমরা উপরের সম্বাদটি যে ইংরেজি সম্বাদ পত্র হইতে উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে সুদ্ধ এই সম্বাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক ইহা লইয়া আর একটি কথা কহেন নাই। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে ইহাতে তিনি কোন রূপ অন্যায় দেখিতে পান নাই। শেষোক্ত সম্বাদটি লইয়াও কোন ইংরেজী সম্বাদ পত্রে কিছু মাত্র প্রকাশিত হয় নাই। আমরা শেষোক্ত সম্বাদটী প্রকাশ করিয়া আমাদের দেশীয়দিগের অনেকের রুচি বিরুদ্ধ এবং হয় ত ভদ্রাচরণের বিরুদ্ধ কার্য্য করিব কিন্তু ইহা প্রকাশ করার আমাদের নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমরা অনিচ্ছা সত্বেও ইহা প্রকাশ করিলাম। মদ্যপায়ীরা ইহা দ্বারা দেখিবেন যে, মদে কি সর্ব্বনাশ হয়। এটী যদিও অতি সামান্য কথা নহে, তথাচ এই ঘৃণাস্কর বিষয়টী প্রকাশ করার এটি সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য নহে। ইহার প্রধান উদ্দেশ্য এই। ইংরাজ সমাজ আমাদের সমাজ অপেক্ষা অনেক গুণে প্রবল। প্রবল কর্ত্তৃক দুর্ব্বল চিরকাল বিচালিত হইয়া থাকে। আবার আমরা শৈশবাবস্থা হইতে ইংরাজি শিক্ষা করিয়া ক্রমে ইংরাজ সমাজের

THE AMRITA BAZAR PATRIKA.

CALCUTTA, THURSDAY, JUNE, 1, 1876.

We are glad to find that a Public Meeting was held at Bombay to commemorate the memory of the late Pundit Vishnu Parashuram Shastri. It was resolved to raise a fund by public subscription and devote the same in his name to the promotion of the widow re-marriages among high cast Hindus.

———000———

The Sultan of Turkey has been dethroned. His nephew, the heir presumptive, Murad Effendi, has been proclaimed Sultan in his stead. The deposition, it is said, was carried by the Ministers without any disturbance. Murad Effendi is a comparatively enlightened Prince, and it is believed, that the dethronement is likely to effect a peaceful solution of the Turkish difficulty.

———000———

The *Indian Daily News* raises an important question. There was to have been a Public Meeting in the Town Hall last Monday at the call of the Sheriff to consider the famine expenditure. The requisition to the Sheriff to a meeting was signed by a hundred citizens, but it was postponed at the request of four of the requisitionists only. The action of the Sheriff in the matter was arbitrary in the highest degree, and if the requisitionists, who were not consulted insist upon their rights, it may go very hard with the Sheriff, who, it appears, has made himself a tool in the hands of a few.

———000———

The case of Private McGrath must be in the recollection of our readers. The sight of the Cawnpore Memorial Well Gardens roused his feeling of revenge against the natives of India. The result was that several months after he shot down three innocent natives at Shajehanpore without any provocation whatever. McGrath was arrested and sent up to the Allahabad High Court for trial. The defence set up was that the prisoner was sufferring from *delirium tremens* at the time he committed the murders, or was otherwise out of mind, and was, therefore, not responsible for his actions. Medical evidence however disproved *delirium tremens* and insanity. And yet the Jury gave a verdict of not guilty on the ground of insanity. When Babu Keshub Chander Sen told the people of England that murders are now and then committed in India by Englishmen with impunity, the Anglo-Indians assailed him from all sides and abused him right and left.

———000———

Some of our Bombay friends are after representation of the people of India in British Parliament. In our humble opinion it would be fatal to our interests if such arrangement was made with England. All the important British Colonies have their local Parliaments and they do not choose the risk of making a too close friendship with English people. It would be like the friendship of the dwarf and the giant. We are at present required to bear all England's war charges in Asia; it is certainly not desirable that we should be saddled with costs of European wars also. And if we send half a dozen of men to British Parliament, we may not influence the House in the slightest degree, but we may be held liable for the extraordinary costs of the English Government.

———00———

The Memorial Meeting convened by the Indian League to present an address of congratulation to the Queen, on her assumption of the title of "Empress of India" was held at the Town Hall on Saturday afternoon, and was largely attended by the native community. The Rev. K. M. Banarji was voted to the Chair. Raja Kamal Krishna Bahadoor was, on account of atmospheric changes, suddenly laid up with gout and was unable to preside. Maharaja of Burdwan intimated his hearty sympathy with the object of the meeting and expressed sorrow for not being able to attend the meeting on account of unavoidable circumstances. Raja Jogendra Narain Bahadoor of Natore would have been glad to come down to Calcutta to take part in the proceedings if he had got timely notice. Raja Promotha Nath Bahadoor of Dighapattia, Raja Baroda Kant Roy Bahadoor of Jessore, Roy Dhonoput Sing Bahadoor, Roy Jodu Nath Roy Bahadoor of Krishnagore, the Raja of Sheorafully and about 250 gentlemen of rank and position from all parts of the Empire wrote to the Secretary Indian League expressing their sympathy. Letters and telegrams were also received from leading gentlemen of Bombay, Poona, Ahmedabad, and Rajkote, as also from the Secretaries of the People's Association at Dacca, Bombay Association and the Poona Sarva Janik Shobha. The address, we hear, is in the course of preparation.

———000———

The *Indu Prokash* has the following:—

We are glad to place, before our readers the explanation he (Babu Jogesh Chander Dutt) gives of his conduct and the grossness of the treatment he and the Indian League have received in connection of the movement to give the late Viceroy the high reward of a statue for his "eminent services" to India. He says that his correspondence with the British Indian Association was not conducted by him as Secretary of the Indian League, which had nothing to do with what he did. Again he says that the requisition to the Sheriff to call the meeting stated that "the meeting was to be open to the expression of all kinds and shades of opinion" and the Sheriff called it a "public and free meeting." This does not seem to be so from the notification and requisition as published in the *Patriot*, but we hope Babu Jogesh has grounds for his assertion. Acting on that belief, we must say that he was perfectly right in his conduct, and the impropriety of the conduct of the meeting presided over by Sir R. Temple is the more clear.

If these petty quarrels had ended with individuals, they would hardly have been worth while thinking of. But large numbers in Calcutta and Bombay very much doubt that Lord Northbrook's services deserve a statue which the party represented by the *Patriot* wish to erect in honour of him. In such a state of affairs it was nothing surprising that the Indian League should be the eye-sore to that party. The *Patriot* however assures us that he did not notice the matter from any feeling against the League and insists upon the general principles of union being strength and that every one must have at heart the common object of the country's good; but at the same time regrets that "the League does not command the confidence of all." We do not see the propriety or necessity of this statement, but as far as we are aware the League by its activity against the Presidency Magistrates Bill, in the case of the Albert Temple of Science and many other instances, has merited and received the gratitude of most if not "all." We think however it would be far better and generous and useful for our contemporary of the *Patriot*, having regard to his position, to *act* on the principles he has enunciated in *words*, and leave the League alone to get on as best it can.

———00———

A thrill of horror passed through our frame as we read the following affidavit made against a European Deputy Magistrate by a Muktiar.

(1) That————the Deputy Magistrate and Deputy Collector of————shews arbitrariness and partiality in the administration of justice. That he takes down statements of witnesses at his own will and contrary to what they make and thereby causes injustice to be done, which endangers the public safety to a great extent.

(2) That the procedure of the said office in the administration of justice is such that parties, other than rich, cannot expect justice to be done.

(3) That a particular intimacy and friendship have grown between the said Deputy Magistrate and persons residing within his jurisdiction. That he has accepted two valuable dresses from two Zemindars residing within his jurisdiction, without paying any value therefor, and for this reason great injustice is being done.

(4) That owing to the wantonness of the said Deputy Magistrate, beautiful young ladies cannot appear before him to lay their complaints. Some ladies to avoid being ill used have run away without lodging their complaints.

(5) That the Municipal fund is being arbitrarily expended without the consent of the members, in other affairs than those of the Town, and that no correct account is kept thereof.

We need hardly add that we shall be very glad to see the Magistrate disprove the charges brought against him. That there will be an inquiry we have not the least doubt, but in what way it is to be conducted we know not. We hope a mixed commission will be appointed, for, a departmental inquiry in such cases may not satisfy anybody, either the accused or the accuser.

———000———

Several public meetings have been held in different parts of the country to protest against the Bengal Municipalities Bill. The protests should have been made when the Bill was still in the course of preparation, but yet the Viceroy has in his power to veto it. The people of Dacca and Moorshidabad made vigorous preparations to move the Government in the matter but nothing came out of these preparations. There was a public meeting held at Barranagore on Sunday last, Babu Shambhu Chandra Mookerjea presiding. The Resolutions are strongly worded, but yet they accurately represent the popular feeling on the subject of Municipal Government. We cordially endorse the sentiments contained in Resolution 3rd which is to the effect. "That the true remedy for the crying evils of municipal mismanagement, as well as the only condition of popular satisfaction lies in giving the country a thorough and comprehensive system of local self-government, tenderly fostered and sympathetically watched over by Government." We are sorry to see a want of preciseness in some of the expressions in the memorial. For instance the expression. "That the bill is open to all of those serious objections for which the late Lieutenant Governor's Municipal Bill of 1872 failed to become a law of the land," ought to have been modified, for it is not fact. But yet the Bill has serious defects and objectionable features, and since the people are so anxious about it, the Viceroy ought to veto a bill for the satisfaction of the public, which concerns purely local matters.

The great objection of the bill is that it gives absolute powers to the local authorities. Our countrymen are always very much alarmed when the objects of expenditure are increased. But we humbly think they are mistaken here. If the control of the Municipality is placed entirely in the hands of the people, who cares if the objects are enormously increased provided the Government does not make it compulsory upon these local institutions to pay for its favorite hobbies? The control of the funds is the chief thing to be desired and for that we must endeavour. The Hon'ble Babu Kristodas Pal laboured very hard for the reduction of taxation, he had nothing to say aginst the absolute power vested in the local authorities by the Act. This was simply labour lost. Let us have the control, and we care not if the Government enormously increases the objects of expenditure and modes of taxation. The bill has this serious defect. It leaves us where we were one hundred and twenty-five years ago.

———000———

THE CHITTAGONG CASE OR EATING THE PLANTAIN:—Babu Lal Chand Chowdry is a martyr and Mr. Kirkwood a ——public benefactor. The case of the Tea planter of Futtickchary in Chittagong must be in the recollection of our readers. In that case it was proved that eight persons were shot down by the planter but he escaped with a fine of rupees 500 only, and the wounded were hauled up. When furnishing us with the particulars of the case, our correspondent warned us in these ominous terms. "Take extreme care in publishing the facts. Mr. Kirkwood is a vindictive man and will push matters to the bitter end." But we do not enjoy the honor of being a Municipal Commissioner at Chittagong, neither is Babu Lal Chand a citizen of Calcutta. When we read the warning of our correspondent, we smiled as the thought flitted across our mind which can be only expressed by the familiar saying of "eating the plantain" Now Babu Lal Chand is not like the Editor of the *Amrita Bazar Patrika* at a safe distance from Mr. Kirkwood nor a citizen of Calcutta, but a Municipal Commissioner at Chittagong. He had no right whatever to give expression to thoughts so long as there is such a thing as Criminal Procedure Code in vogue in the Muffussil. He did give vent to some such expression and that was the cause of his misfortune. Though the particulars of the case are now pretty generally known we shall however give a clear and succint account supplied by a trusty correspondent in a narrative form:—

For the last fifteen months Mr. Kirkwood had made it a point to get certain Municipal bye-laws enforced against the wish of the whole population of the town, simply because he had committed himself by importing a number of sweepers from N. W. Provinces in anticipation. Shorn of some of their many objectionable features, the bye-laws were at last approved of by the Lieutenant Governor and the approval of the Municipal Committee was all that was necessary to thrust them upon an unwilling people. On the 24th of April last a meeting of the Commissioners was held and the bye-laws were laid on the table. Babu Lal Chand headed the opposition and they were strenuously opposed by him. But Babu Komolakant Sen, who had made himself famous by his connection with this latrine movement, voted with another native member in favour of the laws, while the European members as a matter of course stood for them. So the day was carried. The meeting over, the mob that had collected outside, as on several previous occasions, to make a demonstration against these bye-laws now pressed in and Babu Komolakant's heart trembled within himself, because on a previous occasion for this very reason he was, to use a moderate expression, mobbed. Lal Chand Babu explained to the people that the laws were passed because Komol Babu had voted for them and he is then reported to have said something which however neither Komol nor any other member present heard, but which is nevertheless said to be an "indiscreet expression." Rumour is that Lal Chand had said "what Mr. Kirwood could do to him, that he opposed him so fearlessly?" or as the colloquial expression goes "could not eat his plantain" Mr. Fuller took charge of Komol Babu and carried him home, the mob looking excited but doing or attempting no injury to him.

In an evil hour Babu Lal Chand made use of this expression. This was applying the match to the magazine. Mr. Kirkwood might be a man of vigor and expert in making Municipal bye-laws, but it is certain he is not possessed of an extraordinary degree of forbearance. It was sufficient provocation for an Indian Magistrate, (as defined in the New Criminal Procedure Code) to be opposed in the municipal meeting; but then to be told that he could not eat the plantain! This expression was immediately carried to the Magistrate by his people, but we shall let our correspondent speak:—

One week passed off quietly. Mr. Kirwood, it is believed, has a number of informers. It seems that some of his faithfuls had wafted to him the rumour of that "plantain affair." On the 1st of May another meeting of the Commissioners assembled, and Mr. Kirkwood demanded from Mr. Fuller a narrative of the occurrence of the 24th April, while Mr. Fuller had just finished his story, Babu Lal Chand entered the hall. His very sight threw Mr. Kirkwood into a violent rage, and he ordered Lal Chand to leave the room at once. He looked confused unprepared as he was for this outburst, when Mr. Kirkwood again thundered forth. "Walk out of the room" pointing to the door.

There the matter might have ended. A respectable man and Municipal Commissioner was expelled from the meeting and thus Mr. Kirkwood might have thought he had given sufficient proof that he *could* eat the plantain. But this triumph Mr. Fuller did not allow Mr. Kirkwood to enjoy. We shall again refer to our correspondent:—

Then an interesting dialogue ensued between Mr. Fuller and Mr. Kirkwood. I reproduce it from Mr. Fuller's affidavit.

Mr. F. You have insulted Lalchand.
Mr. K. *I intended to insult him.*
Mr. F. You have no right to do so.
M. K. I have every right. I can suspend him.
Mr. F. No you cannot. That authority rests with the Lieutenant Governor alone.

Mr. K. If you wish to have him I must leave the room.
Mr. F. Yes, you can do so. We will elect our Vice-Chairman as our President and proceed with the meeting.
Mr. K. *If he comes back I will arrest him.*

Then on Mr. Fuller's insisting that Lal Chand should be recalled and heard before Mr. Kirkwood takes any proceedings against him, he was sent for, but in the meantime he had left the place.

Thus the plantain affair stuck to his heart. If Mr. Fuller had not come to the rescue of the Babu, the Magistrate might still console himself with the idea that he could eat the plantain and that he had given sufficient proofs of it to Lal Chand and the public. But Mr. Fuller would not allow him this consolation and told him plainly that he was merely one of them and not their master. Thus Mr. Kirkwood was doubly injured. Babu Lal Chand's expression remained uncontradicted; this was not itself an injury which men of his temper alone could appreciate. But what was more, Lal Chand's statement was confirmed by Mr. Fuller, who also told him, if not in the very same words, that he could not eat the plantain. Injury upon injury, Mr. Kirkwood is but a man of flesh and blood! He came home, opened that precious book, the Criminal Procedure Code, and was pacified to find that he could do anything he chose under the Act. But without further interruptions we shall allow our correspondent to conclude his narrative :—

In the evening news ran like wild fire that Lal Chand Babu was arrested for committing offences, under half the Sections of the Indian Penal Code, and was let off on heavy bail.

The next day the trial went on with closed doors. Mr. Ghose telegraphed the Magistrate to postpone the case, as he was retained for the defence. Mr. Kirkwood screwed his lips and proceeded with the trial. That night a servant of the Municipality with a *poose* of constables and a Head Constable at his heel was sent round the town to identify persons who were present on the scene of occurrence of the 24th April. That one night was enough for some of these worthies to make their fortune.

A telegram was sent, as you have seen it published, to the Lieutenant Governor soliciting his interference. On the following day a reply was received from His Honor referring Babu Lal Chand to the Judicial Commissioner. Accordingly a petition was laid before him which Mr. Lowis referred to Mr. Kirkwood with the remarks that every facility should be afforded to the accused to get legal, advice from Calcutta and that Mr. Kirkwood would himself see the propriety of postponing and transferring the case to some other file as the accused wished to call *him* as a witness in the case. Mr. Kirwood knew his man. He knew Mr. Lowis was a wax-doll in his hands, whom he could at ease bend and unbend, freeze or melt, or to quote his own words, to Mr. Ghose, he knew that, as "one has only to press Lowis to get anything out of him." So the petition was treated with supreme contempt.

On the following day, driven to despair, the accused moved Mr. Lowis to call for the records of the case under Section 296 of the Criminal Procedure Code, and to see if Mr. Kirkwood's proceedings were regular and valid in law, he being the prosecutor, Judge and witness, all at the same time. Mr. Kirwood was right. He had seen Mr. Lowis in the morning as he himself confessed to the pleaders and bent him just the other way. This petition was therefore refused. Mr. Kirkwood pushed on the case, finished, and, without waiting even to hear the counsel who had by that time left Calcutta and would have reached Chittagong had it not been for the unfortunate accident to the steamer "Kurachee", charged Lal Chand with 3 offences under Sec. 143 and 117, 353 and 117, 506 and 117 out of the whole list of them stated in the warrant and even these considerably modified. The case was postponed for the 15th. I shall now proceed to give you something lie a diary of what followed.

15*th May*. Mr. Ghose having—thanks to his courage and presence of mind—arrived on the 11th idem in a life boat, appeared before Mr. Lowis in his capacity of sessions judge. He put on a petition in which among other things there was a clause impeaching the *bona-fides* of the Magistrate. In an able speech, which will be too long to reproduce in a narrative like this, moved under Section 296 of the Criminal Procedure Code, that the Sessions Judge should call for the records of the case and examine the legality of the charge drawn out, and regularity of the proceedings taken, against the accused. To this Mr. Lowis agreed though he had declined to do so on a previous occasion and the Magistrate was called upon to appear on the 15th either personally or through the Government pleader and shew cause why the records should not be submitted to the High Court.

15*th May*. Sessions Court crowded, prosecution side unrepresented, and Mr. Ghose alone arguing the case, the judge listening to him in silence. He opened the case by putting two affidavits signed by Mr. Fuller and Baboo Komlakant Sen, regarding the future use of which against Mr. Kirkwood he threw out some unpleasant hints. Mr. Fuller's affidavits related in detail the dialogue the substance of which is given above. Kamal Baboo's affidavit stated that he had no grounds of any complaint against Lal Chand, for Mr. Kirkwood's story was that Lal Chand had set the mob to attack Komolakant. As regards Mr. Kirkwood's foot-note to Kamal Baboo's deposition that he had given his evidence unwillingly as he was under fear of losing his life, Komol Baboo had stated in the affidavit that he had given his evidence freely and unreservedly, without any fear or favour.

Mr. Lowis saw at a glance that while the latter of the two affidavits smashed the whole case, the former was a sure proof of his favourite Magistrate's *mala fides*. His face grew pale and blood went back from his cheek. The opening of the case with these two affidavits was a masterly stroke on the part of Mr. Ghose.

16*th May*. Mr. Lowis read over to Mr. Ghose a letter which he had received from Mr. Kirkwood in reply to his previous day's letter. The purport of the letter as we heard was that Mr. Kirkwood considered the proceedings of Mr. Lowis as Sessions Judge, illegal, against which he therefore wished to express a strong opinion for the consideration of the High Court, and as a Court he asked Mr. Lowis to withdraw his letter as he had no authority in that capacity to interfere with his (Mr. Kirkwoods') judicial proceedings. Thunder and lightning! You would think Mr. Lowis was on fire, but no, he was as cool as a cucumber, because a Kirkwood had seen him in the morning and told him that he was mistaken. The wax-doll was melt. He really thought his proceedings were incorrect, for did not Kirkwood tell him so? How they could be otherwise? Mr. Ghose stood gaping with wonder and wanted to know if Mr. Lowis was then prepared to withdraw his letter. He replied that he would not to withdraw his letter—thanks to his moral courage!—but tell Kirkwood that his order was not meant to be absolute, or in other words, it was quite optional with Mr. Kirkwood to obey it or not. Mr. Ghose then informed him that Mr. Kirkwood had asked his client to appear before him at 4 P. M. when he was informed that "certain orders" would be passed.

Mr. Ghose then sallied forth for the magistracy. He was taken to Mr. Kirkwood's private chamber, and there a conversation ensued, the substance of which will appear in the sequel. Mr. Kirkwood regretted that Mr. Ghose had ignored him and insisted upon Mr. Ghose to argue the case before him, for he said it was quite possible that after hearing his (Mr. Ghoses.) arguments he might acquit the accused.

17*th. May*. Mr. Ghose skirmishing between the Magistrate's and Commissioner's Courts. He informed Mr. Lowis that he has been desired by Mr. Kirkwood to read over to him certain notes taken down by him (Mr. Ghose) and Mr. Kirkwood of their previous day's conversation. Mr. Kirkwood's object in taking down the notes was to entangle. Mr. Ghose, but the latter was a little too sharp even for Mr. Kirkwood. His notes shewed that Mr. Ghose had promised to him to have the order of the Sessions Judge rescinded. To the Mr. Ghose gave a flat denial saying that is he never told Mr. Kirkood anything of the kind. Then Mr. Kirkwood, the notes went on to shew, retracted his statement remarking that it was quite possible he was mistaken. But Mr. Ghose's notes were by far the most important and as he remarked to a friend the paper on which they were written was worth its weight in gold. These notes went to shew that Mr. Kirkwood justified the issue of warrant against Lal Chand by informing Mr. Ghose that he had adopted this extreme step as otherwise he knew from experience that the Zemindars of Chittagong avoided summons. Finding this position untenable he then let the cat out of the bag, and informed Mr. Ghose that he arrested Lal Chand lest he should otherwise bolt to Calcutta by a boat and make all manner of representations before the High Court. He had also informed Mr. Ghose that he had no private informations whatever when he issued the warrant, which, Mr. Ghose pointed out to him, rendered his procedure still less justifiable. These notes having been shewn to Mr. Kirkwood for verification he had recorded remarks on them to the effect that language less guarded and objectionable was used, as he was speaking evidently without an object to Mr. Ghose freely, while the latter gentleman was carefully taking note of every word that dropped from his lips. Mr. Kirkwood cordially saw that he had been worsted, but it was all too late to retrieve The above facts, you will perceive, prove Mr. Kirkwood's *mala fides* beyond all controversy.

So the plot was thickening. In the afternoon Mr. Ghose argued the case before Mr. Kirkwood, the latter reserving his final order for the next day.

18*th May*. Mr, Kirkwood shut up in his own house with the record of the case.

19*th May*. Lal Chand acquitted. You will not believe it, I did not believe it myself; yet it is true that Lal Chand is acquitted, under what law Mr. Kirkwood only knows. When this question was put to Mr. Ghose he replied, under no law. Only two days before Mr. Kirkwood was deliberately of opinion that the case against Lal Chand was satisfactorily proved even after he was told by the Sessions Judge that there was no evidence whatever against him. To-day without hearing any further evidence he is acquitted. He is thus pronounced guilty and not guilty on the same evidence. Mr. Kirkwood's plea, we understand, is that having had the great advantage of hearing the counsel he was satisfied that there was no evidence to sustain the charges. He has paid, we hear, glorious compliments to the counsel in the beginning of his judgment, but towards its end he has condemned Mr. Ghose's conduct in getting up affidavits to prove his *mala fides*. Mr. Ghose protested against these remarks and wanted the matter to be referred to the High Court, which Mr. Kirkwood at first agreed to do, but latterly he said he could see whether his remarks should not be expunged.

Thus curtain has fallen upon one of the scenes of the Kirkwoodian drama, which may be called the "plantain eating scene." Heaven knows what next and next. I leave all comments to you, reserving mine own for a future occasion. Now that I have taken up the subject I hope to be able to describe the foregoing scenes of the wonderful drama of human misery. In a weak moment, Mr. Ghose yielded to the solicitations of Mr. Kirkwood to argue the case before him, thus giving him a pretence of saving himself a terrible exposure in the High Court. Mr. Kirkwood discovered his deliberate mistake after having "the advantage of hearing the Counsel," but poor Lal Chand had to pay upwards of Rs. 5,000 for this advantage. May we venture to express a hope that Sir Richard Tenple will call for the records of this disgraceful case—not a report from the Commissioner which would at best be a garbled statement—and see why Lal Chand should be made to pay heavily for Mr. Kirkwood's mistake. A man less wealthy than Lal Chand would surely have gone to Jail though it be only for a mistake on the part of Mr. Kirkwood.

The rumour of two tremendous damage suits is in the wind, one by Lal Chand and another by Mr. Fuller, whose affidavit was pronounced "all false" by Mr. Kirkwood in the course of his conversation with Mr. Ghose. Telegrams after telegrams are being sent to the Lieutenant Governor complaining of Mr. Kirkwood's various other oppressions and Sir Richard must be a wonderful thick. skinned man if he stands a proof to all these solicitations of an oppressed people and leaves such a man in independent charge of a helpless District rendered doubly so under its present Commissioner who is but a tool in the hands of Mr. Kirkwood.

Thus ended the first scene of the Chittagong case and we expect a second scene shortly. People are saying all manner of things against the Chittagong Magistrate, but we confess, we have no cause of particular indignation against him. He did what many others usually do in the Muffusil. The only difference in his case is that, while most go undetected he was simply found out and discomfitted. Indeed we cannot but congratulate ourselves on the successful termination of this memorable case which has secured to us innumerable and inestimable advantages. This case has a comical aspect which makes us merry and we cannot help it. It is true Lal Chand has lost Rupees five thousand, but for a man of his condition it is a small matter. Even if he minds it much, we can raise a subscription for his benefit. But Mr. Kirkwood will never again expel a Municipal Commissioner from the committee! Neither will he haul up and persecute a man against whom there is no evidence. His temper will be sweeter than before, he will learn to curb his exuberent spirits a little, and respect the rights of those entrusted to his charge.

The case will hurt the feelings of the proud and haughty Englishmen in India, who will hang down their heads in shame. Those who look down upon the people of this country as an inferior race will feel themselves humbled. The Englishmen in India, or rather the Government, will have either to justify the conduct of the Magistrate or disown him. If he is disowned, that will be a terrible example to other Moguls in the muffsil. The case will furnish us with another instance to shew why the Criminal Procedure Code is a dangerous weapon in the hands of these petty despots. Babu Komala Kantha will see that, though Courts can heap honors and wealth, it cannot protect one from the indignation of one's kith and kin. India expects devoted allegiance from her educated sons, and if the Babu had only stood firm with his own helpless and ignorant countrymen, this scandal might have not happened,

Mr. Manson, the Magistrate of Noakhallee, will find why the local committees are little better than a farce. He reported to Government that the members in the Roadcess Committees did not take any interest in their work. Mr. Manson will find a solution of the difficulty in records of the Chittagong case. Babu Lal Chand took interest in his work and had to spend 5.000 Rupees, a restless and anxious fortnight, and escaped prison with difficulty. It is safer not to take any interest as it is extremely dangerous to do so. We owe all these advantages to Mr. Kirkwood and we therefore call him a public benefactor.

SCRAPS AND COMMENTS.

The Viceroy has sent from Simla to Cabul his native Aid-de-Camp with despatches for the Ameer, and he passed through Peshawur a few days ago. The object in view in sending this messenger to Cabul has not transpired unless it be, as hinted by the semi-official Allahabad paper, that Lord Lytton's administration is to be inaugurated by the appointment of a European Resident at the Ameer's Court. There is, however, used in making this inspired hint an ambiguity of language which shows that the Government is not disposed to insist very firmly on the adoption of the proposal by the Ameer, and would put with a refusal without much more ado. we are told that nothing may be done to finally settle this matter unless "some entirely new combination of circumstances" should happen. This ambiguous language can only be intended to give the Viceroy a loophole out of which he may escape from the difficulties which this Cabul adventure may conjure up before him.

The afreedees remain quiet, but they are not subdued, apparently. Colonel Black, Military Secretary, is at Peshawur and has had several long interviews with the Commissioner, the object of which has not transpired. The *Bombay Gazette* has received a special telegram from Peshawur which states that the Khyber Pass has been reopened, but no further information is yet to hand.

A letter in the *Rangoon Gazette* from Mandalay, contains the remarks that follow about the King of Burma's gun factory :—

"The four Italian gun-makers have not succeeded as yet in making a model breach-loader. They are still working away at the factory as well as the foundry which, when finished, is to turn out fifteen rifled cannons a month for His Majesty. It will take two more years to complete it. One of these Italian artificers is really an able workman, and was employed in the Royal Gun Factory at Turin. Another has also had great experience in the manufacture of breach-loaders. His speciality being the Wetterlich breech loading rifle, he having got his training in the employ of its inventor. In fact all these Italians are thoroughly experienced in the several departments of their profession. You see it is no use your stopping our getting big guns and arms of precision via the Irrawaddy. Your prohibition has only sharpened our Burmese wits and the result is that eventually as regards the supply of arms and ammunition we will be quite independent of any one, and perhaps in a few years be able to supply you with a few guns."

His Majesty the King of Siam has decreed the abolition of prostration in the royal presence; has established a Privy Council, a Royal Academy for the education of the better classes in the country, with professional chairs of the Siamese and other languages, and orders with which to invest civil officers who may distinguish themselves in the administration of affairs; and has ordered the purchase of machinery for a Mint, the opening of tin and gold mines, and of irrigation works, the laying of telegraph lines, and the negetiation of treaties with Sweden and Norway, Italy, Belgium and Spain.

The London correspondent of the *Englishman* says :—

"One of the most extraordinary divorce cases ever tried, came before M. Justice Hannan and a Jury this week. The plaintiff was, two years ago, a young Captain in the Dragoon Guards; the respondent was a well-connected young lady, barely 20 at the same date, which was that of the marriage; and the co-respondent was an ex-Lieutenant of the 11th Hussars. It appeared that the lady, from the first, refused her husband the usual privileges of Matrimony, from a fear lest she should become a mother, which might have interrupted the round of gaiety in which her married life was spent. The plaintiff and his wife made the acquaintance

of the correspondent at that delightful resort, Prince's. It was proved that she had pretended to be visiting a married lady friend when she was spending the evening at the chambers of the co-respondent, of whose attentions the husband had become suspicious. Yet no divorce was granted. The Jury, naturally, believed the evidence given by three medical men of respectability, who all swore that they had examined her after the visit to the ex-Lieutenant's chambers, and found her to be *virgo intacta*."

The following bits of scientific news will be read with interest by our readers :—

"The scientific world has been thrown into a state of excitement by the announcement that M. de Parville, the scientific *feuilletonniste* of the *Dēbats* newspaper of this town and M. Bourboze, the Chief Preparator of the Sorbonne, have discovered a method of transmitting electrical despatches with a wire from one end of Paris to the other. M. Bourbouze succeeded in transmitting signals from St. Michael's Bridge to St. Denis during the siege by taking the Seine as a conductor. M. de Parville now claims to have gone further, having suppressed both the conductor and the electric battery. A telegram was transmitted by the new system a few days ago from Anteuil to Paris, without wire and without a battery. The secret of this astonishing discovery has not been made public, but will be, it is said, in the course of a short time. The boldness of research in the realm of physical discovery, is perhaps the most remarkable feature of the present age. Several eminent chemists and savants are diligently working out a series of experiments with a view to extracting from the atmosphere, or from various chemical substances, the chemical constituents of food, with a view to the feeding of mankind in this way, should the natural supply of food ever run short, as it seems not unlikely to do in course of time owing to the stupid rapidity with which men are destroying many of the races of the lower degrees. Others are seeking after the famous *Elixir of Life*, with the aid of which "The King of Terrors" is to be deprived both of his scyth and his hour-glass, a feat which some exceptionally constituted human beings seem almost to have emulated already ; as the widow of the great naturalist, Mr. Geoffroy St. Hilaire, who has just, it is true, departed this life, but at the age of ninety. And Madame Dubois-Coppenex, who was wet-nurse to the infant who subsequently became Napoleon III. has also just died at Geneva at the age of 94. If the next hundred years should witness, as is probable, as great an increase of human knowledge and achievement as that which has been accomplished during the lifetime of these venerable ladies, the infant of to day who should rival them in tenacity of life would have seen some wonderful things before quitting this sublunary sphere ?"

The following aeroenantic catastrophes are published in a contemporary :—

Galignani gleans the following from M. Wilfrid de Fonville's new book, "Aventures Aeriennes." Montgolfier was not the first to conceive the idea of sailing in the air. Tiberias Cavallo, an Italian, settled in London, and whose name is often mentioned in the earlier *Philosophical Transactions* of the last century, hit upon the plan of filling bags made of drawing-paper with inflammable air now called hydrogen ; but the gas escaped through the pores of the paper. He then tried soap-bubbles, which succeeded admirably ; when impregnated with the gas they rose into the air with astonishing rapidity. The principal was therefore found ; nothing was wanting but to get suitable envelope, and paper, cloth, and india-rubber eventually solved the problem. We now come to the catastrophies. After Pilatre de Rozier, too well known, we find General Money, who started from London in 1784 in a balloon which fell into the sea. A Dutch ship that was close by sheered off in terror, and a poor fisherman rescued the aeroent from his perilous position. This gave rise to a caricature of the scene, entitled, "The first time a Dutchman ever refused to pick up Money." Next comes Blanchard, who, in Februaary, 1808, was struck with appoplexy while rising in Montgolfiere. Before him, Zambescari, rising from Bologna in October, 1804, fell into the Adriatic, was picked up in an exhausted state ; his balloon was wafted across to the Turkish coast ; the Pasha of the locality, not knowing what to make of it, declared it to be the work of some genii, and had it cut into bits, which were distributed among the troops as talismans. A man named Olivari went up at Orleans in 1802 in a paper Montgolfiere, the osier car hanging under the fire-pan. A spark set fire to the balloon, and the imprudent aeronaut was dashed to pieces. Quite a similar accident occurred to Bittorf, a German, who started from Mannheim in July, 1812. The two Brothers Brachet, who used to exhibit in the South of France and Algeria, both broke their necks by descents they had been unable to control. M. de Fonvielle's book is full of interesting anecdote and animated descriptions.

The following is a copy of the Address to be presented to Her Majesty by the Bombay Corporation, congratulating her on the assumption of the title of Empress, adopted at the public meeting held on the 24th instant :—

To Her Most Gracious Majesty, Victoria by the Grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Ireland Queen.

Madam, May it please your Majesty,---We, the Chairman and Members of the Municipal Corporation of Your Majesty's loyal and faithful City of Bombay, the oldest possession of the British Crown in India, desire, with feelings of the deepest and most affectionate reverence towards Your Majesty's throne and person, to offer our respectful congratulations on the assumption by Your Most Gracious Majesty of the title of Empress of India.

We beg permission to assure Your Majesty that this measure is regarded by ourselves, in common, we feel confident, with all Your Majesty's subjects in India, as strenthening and drawing closer the links that bind together India and Great Britain ; as for the first time conceding formally to India the place she may justly claim as one of the most important component parts of the great and renowned British Empire ; and as inviting her Princes and people to look up in an especial manner to Your Majesty as their Sovereign ; and in the step Your Majesty has been graciously pleased to take, was gratefully recognised one more instance of the regard for the wishes and interest in the welfare of Your Majesty's Indian subjects, which Your Majesty has ever shown.

We beg to offer to Your Majesty our most respectful thanks for the late mission to India of the Heir to the Throne. His Royal Highness the Prince of Wales, while his personal qualities have gained for himself such popular affection as has rarely fallen to the lot of Princes, native to the soil, has acquired a knowledge of this country its Princes and peoples, most valuable in the position H. R. Highness holds, to himself, to Your Majesty's Government, and to the interests of India. We rejoice to think that no, untoward event has marred the progress of His Royal Highness, and that he has returned to his native land with health unimpaired by the fatigues of his arduous travel.

On this auspicious anniversary of Your Majesty's birth, we offer to Almighty God our earnest prayers that He will grant to Your Majesty a long and glorious reign over the countless nations and races who in every quarter of the Globe enjoy peace and prosperity under Your Majesty's wise and benign rule, among whom Your Majesty has no more faithful and loyal subjects than the inhabitants of this City. And we pray that the great British Empire, of which we are proud to call our country part, may, from age to age, grow in power, in prosperity, and in the mutual confidence, esteem, and good will of its federated members, since its existence we feel, is a cause and a security of human progress, liberty, and happiness.

(Signed) Dosabhoy Framjee Karaka, Chairman. H. Wynford Barrow, Secretary.

Given under the Common Seal of the Corporation of the City of Bombay, this 24th day of May, 1876.

It is said that a tour has been planned for the Prince of Wales in Australia and New Zealand, to take place in 1878, so that he may be able to say when he is called to the throne that he has travelled over every portion of his vast Empire. The idea was the Prince Consort's, who expressed his wish many years ago that his eldest son should personally visit Canada, India, and the Australian Colonies.

Mr. Thomas Holloway, of Pill and Ointment renown, has recently distributed to his *employes* in the shape of bonuses, upwards of 3,000*l.* ; those of the recipients who had been in his employ for twenty years receiving each 200*l.* or its equivalent, together with a kindly expressed letter. Mr. Holloway has also presented to his coachman and groom 200*l.* each. He has also paid down some £250,000 for the endowment of a Ladies' College, near Guildford.

The Radicals at home have sent a petition round the country, praying that no further grant shall be made to members of the Royal family until an account of their present incomes from all sources be presented to Parliament. This petition, which is evidently directed against the further grant shortly to be asked for to cover the deficiency in the Indian expenses of the Prince of Wales, has, it is said, already received over 100,000 signatures.

Laboratories for the manufacture of small-arm ammunition are to be established in each of the three Presidencies of India. Machinery of the latest pattern has been manufactured for the purpose and is ready for exportation from the Royal Arsenal. Specimens of cartridges in every stage of manufacture have also been prepared and classified for the instruction of Indian workmen. Each set of specimens, with their accompanying gauges, numbers upwards of 140 pieces.

The Government of India have issued instructions with regard to the course to be pursued in future examinations in languages, that those for honors and certificates of high proficiency should be held by a superior tribunal and that, when an application for examination is received, the President should submit to Government the name of some scholar of reputation in the language concerned, to be associated with the Government translator and the President as a Sub-Committee to decide upon the qualifications of the candidate, the tribunal thus consisting of two scholars and one member of committee. With regard to minor examinations, a tribunal consisting of the Government translator and one member of committee is deemed sufficient.

We make the following interesting extract from the *Liverpool Daily Post* of the 24th April :—

A *conversazione*, at which Natives of India now in London were the principal guests, was held last evening at Dr. Diver's residence in Onslow-place, South Kensington. Dr. Diver is surgeon to the Hopital for women and children in Margaret Street, Regent Street, but he spent many years of his early life practising in India. It is natural, therefore, that his house should be a rendevous for old friends. Among the guests last evening were three Rajput Chiefs, who have came over here to urge their claim to certain lands and revenues at present held by an alleged unlawful heir. The curious feature of the proceeding is that not one of the men can speak English. Yet they have every hope of inducing our lawyers to take up their cause—warmly. Another man with a grievance was a Mahomedan Barrister from Bombay. This gentleman has been in legal practice for six years in the Presidency. Wishing to have the privilege of taking his talents and experience to another part of India, he found that he could not do so unless he made the journey to England and ate dinners at the Temple for three years. This is a harder case than that of the Irish law-students, for he has had to relinquish a position as an employed practitioner, and during his period of exile must excommunicate himself altogether from friends as well as clients. It likely my readers will hear a good deal of Indian entertainments during the London season. Sir Salor Jung will, with a suite of sixty followers, arrive in ten days, and he is only one of many Chiefs who intimated to the Prince of Wales their intention of seeing England at an early day.

The London correspondent of the *Times of India* says :—

"A new and singular ceremony was this year added to the traditional features which mark the observance of May-day. I was passing along Trafalgar Square on that day, when I noticed two neat little broughams, accompained by two elderly and rather seedy persons bearing trumpets, drive up and take their station at the foot of the Nelson column. There soon gathered round them a small crowd, such as usually assembles round a Punch and Judy show---dilatory butcher boys, cabmen from the neighbouring stand, conductors from the penny 'busses waiting for passengers, street Arabs, truant boys and girls audaciously defiant of the School-board, and one or two decently dressed people attracted by curiosity as they passed by. It was very cold, and the fingers of the trumpeters looked uncommonly blue as they lifted their instruments to their lips to blow a fanfare. Silence having been thus secured, a sheriff, backed by his brother sheriffs and the under-sheriffs of London, proceeded to mumble rather sheepishly the Royal Proclamation by which the citizens of London were informed that their gracious Queen had taken unto herself the title of Empress of India. As soon as the worthy gentleman had finished there was another blast of trumpets, then the sheriffs huddled back into their broughams, the trumpeters put back their trumpets into their bags, and the "procession" hurried off to repeat the performance elsewhere. Not a very imposing ceremony, but no-where I believe was it marked by any more enthusiasm. On the Exchange, where the sheriffs went through the operation after the same fashion, hardly any one seemed to take any notice of the solemn process of proclamation. In one or two places the sheriffs were vigorously hissed, and at Brentford, where there was the only approach to a demonstration, these officials were greeted with shouts of derisive laughter."

A New Zealand correspondent of *Nature* sends to that paper an account of an eel which deserves attention :—

"He says that seven years ago a man put into a tank with some others an eel that had been slightly injured. This tank is a box fitted with perforated zinc ends through which nothing but the most continue organisms could pass. A few days afterwards, on taking out the other eels, he left the one that was injured, and so again the next time the tank was visited. By this time the unfortunate creature had got very thin, and the man conceived the idea of leaving it where it was, just to see how long it could live upon nothing. That was seven years ago, and at the latest inspection the eel was quite healthy and lively, but was reported to have become "perfectly transparent and quite white," an expression which, as it stands, can hardly be quite accurate. It is said that eels get accustomed to being skinned, and perhaps on the same principle this particular eel has got accustomed to darkness and starvation."

Writing on the dangers of civilization, the *Globe* says :—

"It is no new thing for foreigners of wealth and distinction to send their sons to England for a year or two's study. But to judge by the results of such a system of education as exhibited recently in Tunis, it is not likely that many of the inhabitants will repeat the experiment. Mr. or Monsieur, ben Taieb—for the story comes to us through Paris—was a native of Fl Amri, in the south of Tunis, one of the richest landowners of the district, and celebrated for numberless pilgrimages and other acts of piety which had gained for him almost the reputation of a saint. He had sent his third son Amar to England to study, and the youth only a very short time ago returned to his Fatherland and to the ancestral manson, imbued, as it was hoped, with the enlightened civilization of the West. The result seems to prove that the young man's studies had been directed chiefly to a perusal of the police reports, so that instead of Wellington or Marlborough, his favourite heroes were of the Fish and Wainright type. At any rate, one of his first acts on being restored to his family circle was to cut the throats of his father and his two brothers. The deed was quietly accomplished one evening last week, and the following morning the bodies, after having been hacked to pieces by the assassin, were hastily burried in the sandy soil near the public watering-places. Here, after two days, they were naturally enough discovered. The horse of an official who was visiting the place while accidentally pawing the ground brought to light an arm of one of the victims, and on a search being made the rest of the remains were quickly unearthed. The murderer was, of course, seized, but on being interrogated gave another proof of his English education in refusing to criminate himself by making any answer. This rather discouraging product of our modern educational efforts is 17 years old. His motive was simple—it was nothing more than a desire to possess the whole, instead of only a part, of the patrimonial estate. This is, the second atrocious murder reported during the last few days from Tunis, where the rage for killing seems to come into fashion, as it does in this country, by fits and starts, producing almost simultaneously a wholesale crop of crimes."

The following discussion in the House of Commons regarding the Russian question will be read with interest :—

"Mr. Baillie Cochrane rose to call attention to the occupation of the Khanate of Khokand by Russia, with a view of moving for an address for copies of all correspondence between her Majesty's Government and the Russian Government respecting this occupation, and of any reports of Captain Napier or other officers on the frontier States. She hon. gentleman showed the advances made by Russia in Asia during recent years, and pointed out the influence this policy of activity must have upon the native tribes. He contrasted the proceedings of the Russian Government with its professions, particularly in the case of Khiva, where it was said that the Russians were only going to punish a few marauders, yet the end was a permanent occupation of the territory. The influence of the permanent occupation of districts by Russia had an influence upon the native tribes, which our position in Hindosstan even was not sufficient to counterbalance. It was said that at this time an occupation of Merv was contemplated. The hon. gentlemau read extracts from correspondence on the subject, and referred to a statement of Ameer Khan that the Russians were now at Merv, and would soon be at Herat. There was from Merv to Herat a good carriage road, and an army could go from one place to the other in four days. He had read an amusing article in the *Golos* recently, asking in effect why there should be any animosity between England and Russia, and saying that Russia would come to our Indian frontier and shake hands with us across it. That was certainly one way of putting it, becsuse the Russians must get over a great deal of country to reach the frontier. The question was, he submitted, a most important one for this country, and they should be prepared to argue it and give it due consideration.

Mr. Forsyth seconded the motion, and contended that the real danger to our Indian possessions was not from the north, but from the west and north-west—not from Khokand, but from Herat of Afghanistan. He urged the Government to encourage friendly relations with Afghanistan and Persia, and then, in time of danger, we could rely upon the friendship of both.

Sir G. Campbell said the subject had become of some importance since Mr. Disraeli had alluded to the advances of Russia, and the necessity of taking steps to provide against them in a recent speech upon the Titles Bill ; and further than this, the subject became one which it was necessary to consider gravely when it was considered that the new Viceroy had taken out with him a gentleman known to be of aggressive policy."

It is recorded that a gentleman residing in one of the large towns of England, was whose face exceeded the ordinary dimensions, waited on by a barber every day for twenty-one years, without coming to

a settlement. The barber thinking "it about time to settle," presented his bill, in which he charged a penny a day—amounting in all to £31-18-9. The gentleman, supposing too much charged, refused to pay the amount; but agreed to a proposal of the barber, to pay at a rate of £2000 an acre. The "premises" were accordingly measured and the result was, that the saving bill was increased to £78 8*s.* *d.*

Mr. A. Macpherson of Bombay will manufacture good burning gas from Native earth oil which, he asserts will not only be considerably cheaper than the cost of the gas as at present supplied, but will also be of greater illuminating power. It has the further advantage of being non-explosive.

The Civil and Military Gazatte invite opinons on the sollowing rather puzzling cases. We think, the heroes areput into a protty considerable fix :—

1. A storekeeper on a certain railway is one day sitting in his verandah, when a peon not dressed like a regular chuprassie comes up and asks if he is X sahib. The reply being in the affirmative, the man hands him an envelope without any address, and says he was to hand this to him. On the storekeeper opening the envelope he finds Rs. 300 in notes without any letter or writing whatever. He asks the peon "who sent him?" and the man names a rich native contractor who happens at the time to be applying for a store contract. What should the storekeeper do?

2. The storekeeper immediately sends to the contractor returning the money. The contractor indignantly denies all knowledge of the transaction and sends back the Rs. 300. Meantime the peon has disappeared. What should the storekeeper do?

3 The storekeeper goes to his direct superior, relates the circumstanees, hands him the Rs. 300, and begs to be relived of all responsibility in the matter. What should the superior do?

4. The superior determines to devote Rs. 100 to public charitys Rs. 100 to a forthcoming popular entertainment, and Rs. 100 to a private fund for the benefit of his subordinates. He i., however at a loss how to denominate his subscription, whether by his own name, or his official title, or anonymously. There are obvious difficulties in all three ways.

5 The story comes accidentally to the ears of the Deputy Commissioner, who directs the police to claim the money for legal investigation as unclaimed property. The superior replies that the property is not unclaimed as he received it in a specific way from his subordinate the storekeeper. The storekeeper on being called on to produce the money states that he has formally handed it to his official superior, and that in fact the money was said to be sent to him and that as it reached him it could not be said to be unclaimed property. What should the police do?

6. The sperior meantime spends the money as above indicated, but a few days after, a native sub-contractor (who has sometimes worked under the first mentioned contractor) comes forward to say that is all a mistake; that he was sending the money to the big contractor, and a letter on business to the storekeeper, and the peon (who again turns up) picked up the wrong envelope before it was addressed, and he will be much obliged by the return of the notes, the numbers of which he gives in his application. He says that the peon named the big contractor because it looked grander and because he really was over his master. The peon is only a stupid coolie, and should be forgiven; but as the storekeeper acknowledges to receiving the money he must be held responsible for it. The superior declines to refund. What is the storekeeper to do? The natives alleges that he did not receive it in his official capacity and threatens to sue him.

7. The police declare this story a swindle and get a warrant for the money. The storekeeper also applies to his superior for the money saying he is obliged to re-assume the responsibility of it is legally advised that it is clearly not an official matter. The superior if he satisfies every body must pay Rs. 300 to the police, Rs. 300 to the storekeeper and Rs. 300 to the funds mentioned. What is he to do?

8. What is he to do when next the storekeeper comes to him with money he cannot account for?

The *Times of India* says :—

The new invention called "The Type-water," which threatens ultimately to abolish quill-driving throughout the civilized world, is already coming into general use in England. This ingenious contrivance does not perform the task of writing in the same way as a pen, but it impresses the characters on paper, letter by letter and line by line, exactly as the latter instrument does, only at accomplishes this object in far less time and with the advantage of increased legibility. In external appearance the Type-writer bears a closer resemblance to a sewing machine than to anything else. Its dimensions are sixteen inches all round, and the mechanism is as simple as the machine itself is of convenient size. For the first minute it takes down seventy words, but after that interval, it acquires inereased speed of operation, producing on an average seventy-five words per minute. By a little extra contrivance any number of copies of the same piece of writing may be multiplied sixteen at a time. The machine is largely employed in the United States now, and the *Times* says that it is already in use in the Admiralty, the Broad of Trade, and the General Post Office. The following is a description of it, as supplied to that journal :—"On the top of the apparatus (which, by the way, is fixed on a little table) is an india-rubber-coated roller termed the paper cylinders, which is 8½in. long and 2½in. in diameter, and at the side of which and parallel with it is a small wooden roller. Between these two rollers the top edge of a sheet of paper is inserted, and the cylinder slightly revolved, so that the paper is brought into the proper position to receive the first line of "writing" as it is termed. Immediately under the paper cylinder, and in line with its axis, is the ink riband, which is 12 yards in length and 1⅜in. in width. At starting the riband is wound on to a drum on one side of the machine, from which it is slowly drawn off as the operation of writing progresses, and by the aid of a spring is wound on to a corresponding drum on the other side of the machine, a portion of the riband of the length of the paper cylinder only being exposed at one time. Beneath the ink riband is a circular opening 7in. in diameter in the case containing the mechanism, and it is at a point precisely in the centre of this opening that every letter, figure, or character is made to appear in succession to perform the operation of writing. The types, which are of iron and case-hardened, and therefore extemely durable, are fixed in the ends of a series of levers about 3in. in length, each having its fulcrum at a point in the circumference of the circular opening. In other words, the type levers are suspended around the opening in a well, the short arms of the levers being connected with a series of wires communicating with the actuating keys. These keys, of which there are 44, consist of glass dises or buttons, half an inch in diameter, the letter, figure, or sign represented by the type with which it is connected being shown upon it. The keys are arranged in four rows of 11 each on a keyboard 9in. long and 4in. wide placed in front of the apparatus. A key for forming the blank spaces between the words extends along the whole length of the board so that it can be readily worked no matter what position the hands may be in with regard to the type keys at the close of every word. The machine is worked by both hands in a manner similar to that in which a piano is played, the depression of each key causing the letter with which it is connected to rise quickly in the well."

The *Statesmam* asks :—

Is it, national vanity or what, that makes every Englishman who comes to India for a few months, believe himself to be forthwith qualified to lecture upon the country. The longer we live in India, the deeper becomes our conviction that very few men leave its shores who can engage with any advantage in the attempt to enlighten our own countrymen upon the facts of our condition. It is only a man here and there, whose survey of affairs has been attentive and protracted, and broad enough to give him a clear and consistent view of the country as a whole, who can speak to purpose about it, and even then if he lacks broad sympathies, he will go wrong. The half truths with which the English mind is plied by "tourists" who have spent a few months in the country are terribly misleading, while we find these gentlemen setting themselves up as authorities upon India, on the strength of their having seen the Taj, crossed the country in a first class railway carriage and spent a month in Calcutta. Having made the tour, the correct thing seems to be to announce a lecture upon it, or a book. Jacquemont, the gentle egetistic Frenchman, who asked Holt Mackenzie to spare half an hour to explain to him the land tenures of India has become the prototype of the whole tourist class."

The following accounts of an attempt to commit a horrible murder is taken from an English Paper :—

"About nine o'clock yesterday morning one of the vans of the Parcels Delivery Company was taken to the door of Mr. William Larkin, of Northampton-square, Clerkenwell, a chronometer maker and watch dial engraver. A box addressed to him was delivered to the servant. The latter, having given a receipt, handed it to Miss Larkin, who shook it in order to ascertain what it contained. Hearing nothing rattle, she conveyed it into the workshop, and handed it to her father. Mr. Larkin is in the habit of receiving boxes containing dials for engraving, and at once proceeded to open the box by prizing up she lid with a chisel. A slight click inside was followed by a terrific explosion blowing out the windows, wrecking the shop and its contents, and hurling Mr. Larkin against the wall. The box was blown into atoms, small pieces only of the wood and the infernal mechanism being found. The volume of flame which accompained the explosion set fire to the clothing of Mr. Larkin, who was fearfully burnt over the arms, hands, and face. The flames having been extinguished he was put to bed, and placed under the care of a doctor. The servant who took in the box gave it as her opinion that it was about eight inches long, by five broad, something like an ordinary cigar box. An Inspector of police went into the workshop, and mado a minute examination of the premises. The box was found to have been of deal, with an inner lining of tin, portions of which were found all over the room. Some of the pieces of tin had been driven into the walls. The smell of the various pieces of wood led to the belief that the agent employed was gunpowder. The police also picked up pieces of spiral springs and nippies indicating that there had been an arrangement by which the mere opening of the box should caused an explosion. Up to the present time the police have no information as to the perpetrator of the outrage."

We read in the *Athenæum* that the Emperor of Russia has promoted Dr. O. von Bohtlingk, the Chief Editor of the great Sanskrit Thesaurus, published under the auspices of the Imperial Academy at St. Petersburg, to the greade of Privy Councillor, and conferred on Dr. R. von Roth, its joint Editor, the Order of Stanislas of the first class. The principal contributors to the dictionary—Profs. Kern, of Leyden, Stenzler, of Brelau, and Weber, of Berlin—have been decorated with the second class of the same Order.

Here is a cure for those worst of small nuisances, colds in the head, which Dr. Ferrier has discovered and published in the *Lancet*. It is a snuff, a white powder,—composed of the following ingredients :—Hydrochlorate of morphia, two grains; acacia-powder two drachms; trisnitrate of bismuth, six drachms,—the whole making up a quantity of powder of which from one quarter to one-half may be safely taken, if necessary, in the course of twenty-four hours. Dr. Ferrier says that with this snuff he has twice cured himself of very violent colds, once indeed, by taking trisnitrate of bismuth alone, which is a very powerful remedy for catarrh of the mucous membrane, and is the most important ingredient in this snuff. Dr. Ferrier mentions two other persons who were cured of violent colds by the same snuff.

The *Madras Standard* publishes an extraardin ary case of Bigamy :—

"A charge of bigamy is now pending before the Criminal Court at Agra, the particulars of which would afford a capital subject for a drama. The case is a startling one. For obvious reasons the name of the hero and those of the other characters in the scene are for the present omitted. A. Mr. P., a contractor by profession, was married some time ago to a young widow, Mrs. D., and lived in this city for some time. About a year ago he deserted his wife, and went to several stations up-country, and managed to get introductions to several respectable but poor families there. He applied for a young lady in one of the stations, repersenting himself as a widower. The young lady however was not so soft to yield, and required some tangible or satisfactory proof from the gay Lothario that he was single before she could give her consent. He assured ker that his wife was dead and went into mourning. "That won't do," said the young lady. "I am not going to marry a man who could so soon forget his late wife." Seeing that the game was up, as the young lady soon after engaged herself to a young man, he tried to get the match broken off by writing to the latter letters in which he cast asperasions against her character. The young couple, however despite of him were married. He next applied for Miss G., whose father was employed in the E. I. Railway Company. He informed Mr. G. that his wife died in 1874 in Calcutta of chronic dysentery, and that he was not afraid to give him a letter to that effect. Mr. G. had an eye to business. While telling the hero that he had no reason to doubt his statement that he was unencumbered, he came down to Calcutta and satisfied himself that Mrs. P. was living. Without either telling his daughter or Mr. P. of his discovery, he dissuaded the former from receiving his visits. Unfortunately for the old gentleman, Mr. P. had succeeded in winning the affections of Miss. G., and arrangements were made for a clandestine marriage. P. came down to Calcutta to make purchases for the wedding, and strange to say he had an interview with his wife, whom he had not seen for twelve months, and got her to make the purchases for him, represnting to her that they were for a party the G's were invited to. On his return home with his wife, he got her by intimidation to give him a writing to the effect that she had been his house-keeper, and made her former husband's name D. Armed with this document he went back to Agra; but before leaving he had actually revealed to his wife that the purchases she had made for him were intended for his second marriage. Soon after he left Calcutta, Mrs. P. telegraphed to Mr. G. that she was the wife of Mr. P., and warning him not to give his daughter in marriage. The telegram seemed not to have reached Mr. G., whose daughter left his house against his expressed injunctions and married P. Mr. G., after receiving from Calcutta *pucca* evidence that P. was a married man, charged him with bigamy, &c., under sections 415, 499, and 446 of the Indian Penal Code. P was arrested and taken to the Magistrate; and, as he could not find bail, he was put into prison. From jail P. wrote to Mrs. P. in Calcutta :—"My dearest,—For God's sake disown me. Say that I am not your husband, but some other person. Don't identify me at all. You promised not to injure me (this was soon after he left her). If you go against me I will surely get 14 years. Do for God's sake save me, and I will promise to behave myself a husband ought in future."

At the present juneture, some account of Khelat, and of its past history and present relations with the British Government in Indio, may not prove uninteresting to our readers. The following we take from the *Englishman* :—

The country extends over about 10,000 square miles—that is, including the outlying provinces, which are only nominally subject to the Khan—and lies between the boundaries of Afghanistan to the north, and the confines of Persia to the west, its southern frontier being the province of Las Beyla, which owns a semi-independent ruler, though subject to the supremacy of the Khan of Khelat. * * *

The earliest political connection between England and Khelat began in 1808, when, in Mehrab Khan's time, the ill-fated expedition across the Indus, under Sir Willoughby Cotton, took place against Dost Muhammad, and an army of 50,000 men was marched, through the defiles and deserts of Beluchistan, towards Kabul and Kandahar. Though Mehrab Khan did all in his power to assist the passage of the British troops, and to supply them with food, yet, from the unproductiveness of the land and the partial failure of the harvests, he was unable to provide adequate supplies for the large numbers of men, besides horses and cattle, whose march through the desert part of his territories extended over some days. Numbers, it is believed, perished; but the suffering and misery would have been even greater had it not been for Mehrab Khan's exertions. His treacherous minister, Mullah Hossain, out of revenge for the death of his father, caused it to be believed by the English General that Mehrab Khan, his master, had cut off supplies from the English army, and had incited the marauding tribes of the desert to intercept and annoy the English troops. The minister's scheme to ruin his master succeeded. The English General, believing in the story of Mehrab Khan's want of good faith, resolved to punish him; and, in the following year, on his return from Kabul, stormed and took Khelat. In the encounter, Mehrab Khan lost his life, and the treachery of the minister was only discovered when the contents of some papers found in the citadel were brought to light. To atone for this injustice to Mehrab Khan, the English Government subsequently placed his son, Nassir Khan on the throne, and restored to him the districts that had been annexed to Kabul. In 1859, it was considered advisable to strengthen British influence on the frontier, and a fresh treaty was drawn up with the Khan, which made it obligatory on him to receive British troops into his territories, if necessary, and to act in strict conformity with the wishes of the British Government. In order to enforce the terms, also, of the treaty which bound over the Khan to protect trade and commerce and the safety of British subjects within his dominions, an annual subsidy was promised the Khan as long as the conditions of the treaty were upheld. After Nassir Khan's death, in 1857, several claimants appeared to assert their right to the throne. The whole country was disturbed by factious strife and conflict till, in 1864, Khodadad Khan succeeded in gaining the power which had been disputed how for more than seven years. Since that time, he has engaged in incessant conflicts with his Chiefs and subjects, many of whom have broken out into open rebellion against him. The conditions of the treaty of 1854 with the British Government not having been adhered to, the payment of the subsidy was, in 1873, again withheld, and the Political Agent at Khelat directed to withdraw, though the appointment had only been reviver since 1871. An attempt was subsequently made to enter into separate agreement, independent of the Khan, with the wild frontier tribes, Marris, &c., on the borders of Sind, to ensure British subjects from molestation or attack; but this measure did not succeed. and the caravans were still pillaged and insulted on their way through the Bolan Pass. What Major Sandeman's precise instructions are, has not been as yet made known. But we learu that, under his escort, caravans to and from Kandahar have been conveyed with safety; and, in spite of sickness, the expedition, on the whole, has been successful. Whether the English Government intends once more to revive its influence at Khelat, and to establish a political agency at the Khan's Capital, has not yet transpired; but the expedition, accompanied by even a small force, may prove to the rulers and chiefs of Beluchistan that England still resents aggressions on her frontier, and is as ready as formerly to accord protection to any of her subjects, and that, as far as possible, she is anxious to promote communication and commerce between India and the countries beyond the Indus, on mutual terms of friendly reciprocity. It may also prove that her external policy is no longer one of isolation and indifference, but of watchful determination, and resolution to maintain intact the obligations imposed on her by the events of past times, and her dignity as a great Empire.

☞ *Printed and published by C. N. Roy No. 2, Ananda Chatterjee's Lane, Bagbazar, Calcutta.*

পক্ষপাতী হইয়া পড়ি। এরূপ অবস্থায় দুর্ব্বল হিন্দু সমাজ ইংরাজ সমাজের প্রভাবে অন্যবিধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে। বস্তুত দিন২ ইংরাজদিগের আচার ব্যবহার শনৈঃ শনৈঃ আমাদের হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিতেছে, এমন কি, কতক গুলি দেশ হিতৈষী ব্যক্তিদিগের বিশ্বাস যে, এ দেশে ইংরাজদিগের রীতি নীতি প্রচলিত হইলে দেশের অশেষ উপকার হইবে। যে সমাজের হিন্দু জাতির উপর এরূপ আধিপত্য তাহার দোষ গুণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য এবং আমরা কেবল সেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত এই ঘৃণাস্কর সম্বাদটি উদ্ধৃত করিলাম। যাহারা ইংরাজ সামাজিক রীতি নীতি এ দেশে প্রচলিত করিবার বাসনা করেন, তাহারা যদি তাহাদের সংকল্প সিদ্ধি করিতে পারেন তাহা হইলে হয় ত দেশের বিস্তর মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে২ দেশের বিস্তর অমঙ্গল হইতে পারে। আমাদের বিবেচনায়, যে সমাজে এরূপ স্ত্রী এবং কন্যার উৎপত্তি হয় যে, তাহারা স্বামী কি পিতাকে দ্বীপান্তরিত করিবার নিমিত্ত যত্ন করে, অথচ তাহাদের কার্য্যে কেহ কোন অন্যায় দর্শন করে না, সে সমাজের যত গুণই থাকুক, তাহা ঈশ্বর সৃষ্ট মানব জাতির সমাজ নহে। যে সমাজে এই ভয়ঙ্কর দোষ আছে, তথায় কোটি২ গুণ থাকিলেও যে সকল মনুষ্যের হৃদয়ে দয়া ধর্ম্ম স্নেহ আছে তাহারা অবস্থিতি করিতে পারেন না।

গত মঙ্গলবারে তারে সম্বাদ আসে যে, ইংলণ্ড ভূমধ্য সাগরে দশ খানি রণতরী প্রেরণ করিয়াছেন, আবার গত কল্য সম্বাদ আসিয়াছে যে, ইউরোপীয় তুর্কির সুলতান রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদইকেন্দি সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আবার ইংলণ্ড সহসা যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলে অবিলম্বে যুদ্ধের আয়োজন করিতে পারেন কি না, আগামী জুলাই মাসে ইংলণ্ডের সমর বিভাগ ইহার পরীক্ষা করিবেন। যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হইলে যে সমুদয় আয়োজনের প্রয়োজন সেই সময় সে সমুদয় আয়োজন হইবে। এই রূপ নানা কারণে আমাদের ভয় হইতেছে, বুঝি এত দিন পরে ইউরোপে রণ ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল। তবে ফ্রান্স এখনও সসজ্জ হইতে পারেন নাই, রুশিয়ার বোধ হয় এত শীঘ্র যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হওয়ার ইচ্ছা নাই, আবার ইংলণ্ডের যুদ্ধ করিতে নিতান্ত অনিচ্ছা, এই সমুদয় কারণে যদি উহা নিবারিত হয়।

ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রান্তের লোকেরা কি জীবনই যাপন করে! ইহারা অহর্নিশি কেবল কাটা কাটি মারামারি করে। এক দিন কাল কাহার স্বস্তি নাই, এক দিন কাল কাহার বিশ্রাম নাই। ডিরাইস্মালখাঁ হইতে এক জন পত্র লিখিয়াছেন যে, সামারখন্দ ও বডকর্নার [illegible] টাকাটি মারা মারি হইতেছে। [illegible] হারও গমনাগমন করিবার সাধ্য [illegible] র হাকিম এই বিবাদের নিমিত্ত কাবুলের আমিরের নিকট সাহায্য চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে যদি আমির তাহার বিপক্ষদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের রাজ্য গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে তিনি বিস্তর স্বর্ণ ও হীরক খনি পাইবেন। এই প্রান্তরবাসীদের যুদ্ধ কতকটা হংশের যুদ্ধের ন্যায়। কে যে কাহার আত্মীয় তাহা কাহারও জ্ঞাত হইবার যো নাই। যে যাহাকে সুবিধা পায় সেই তাহার সঙ্গে শত্রুতা করে। ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতবর্ষের রক্ষার ভার অনেকটা আবার এই অস্থির অশান্ত জাতির উপর নির্ভর করে। ইহাদের যদি কোন বিষয়ে কোন রূপ দৃঢ় সঙ্কল্প থাকিত তাহা হইলে ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট রুশিয়ার আক্রমণ লইয়া এত ব্যাকুল হইতেন না।

---

১ লা জুলাইয়ে কলিকাতায় নূতন মিউনিশিপ্যাল আইন জারি হইবে। জারি হইবার পর দুই কি তিন মাসে কলিকাতার মিউনিশিপ্যাল কমিশনারগণ নির্ব্বাচিত হইবেন। যাহারা ২৫ টাকার অধিক ট্যাক্স দেন, তাহারা নির্ব্বাচন করার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং ৫০ টাকার অধিক ট্যাক্স যাহারা প্রদান করেন তাহারা কমিশনার হইতে পারিবেন। নির্ব্বাচনকারীদিগের এখন হইতে হগ সাহেবের নিকট আবেদন করা কর্ত্তব্য। কমিসনার পদাকাঙ্খীগণেরও অবিলম্বে আবেদন করা উচিত।

যুবরাজ যখন ভারতবর্ষ দর্শন করিতে আইসেন তখন তাঁহার ব্যয় সংকুলানের নিমিত্ত লক্ষ টাকা পার্লিয়ামেণ্ট মঞ্জুর করেন কিন্তু তাহার এত টাকা ব্যয় হয় নাই।

বোম্বাইয়ের মিউনিসিপাল কমিসনার পেডার সাহেবের নামে এক জন সম্ভ্রান্ত মহারাষ্ট্রীয় মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিয়াছেন। অভিযোক্তার নাম সামরাও পাণ্ডুরাং। পেডার সাহেব এক জন সম্ভ্রান্ত লোক এবং পাণ্ডুরাংও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সুতরাং এই মকর্দ্দমা উপস্থিত হওয়ায় বোম্বাইয়ে কিছু গোল উপস্থিত হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

এত দ্বারায় সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে ১২৭৯ সালের শারদা সুন্দরী দাসী জওজে রত্নমণী কুণ্ড নামে মুদ্রাঙ্কিত শিল মোহর ১২৮৩ সালের ৩০ বৈশাখ হারাইয়া গিয়াছে। ঐ দিবস হইতে ঐ মোহরাঙ্কিতি স্বাক্ষর আমাদের অগ্রাহ্য আমরা এক্ষণে ১২৮৩ সালের খোদিত মোহর ব্যবহার করিতেছি।

শ্রী গোপীনাথ কুণ্ড

সংবাদ

—ম্যাকগ্রাথ নামক যে গোরা সৈন্য অকারণে তিন জন সিপাহীকে সাজেহানপুরে গুলি করিয়া খুন করে এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে যাহার বিচার আরম্ভ হয়, জুরিরা তাহাকে খালাস দিয়াছেন। জুরিরা বলেন যে, এ ব্যক্তি অতিরিক্ত সুরাপান করিয়া উন্মত্ত অবস্থায় খুন করে, সুতরাং হত্যার নিমিত্ত তাহাকে দায়ী করা যায় না। সাক্ষী দ্বারা প্রমাণীকৃত হয় যে, যদিও হত্যাকারী ঐ সময় মদ খাইয়া ছিল, কিন্তু সে এত দূর উন্মত্ত হয় ন যে তাহার সজ্ঞা থাকে না। এ রূপ সাক্ষ্য সত্বেও জুরিরা তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইংরেজেরা এ দেশের অশেষ মঙ্গল করিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই রূপ এক একটী অবিচারে তাহাদের শত২ সৎকার্য্য ধৌত হইয়া যায়।

—এক খানি মহারাষ্ট্রীয় সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে যে, গোয়ালিয়ারে যে নানা সাহেব ধৃত হয় তাহার বিষয় অনুসন্ধানার্থে একটি কমিসন বসিবে। কমিসনের সভ্যগণ অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন যে, এ ব্যক্তি কেন আপনাকে নানা বলিয়া পরিচয় দেয় এবং কেন তাহাকে ধৃত করা হয় ও কেনই বা সে অবশেষে খালাস পায়। এত দিন পরে গবর্ণমেণ্টের এ খেয়াল উদয় হইল কেন?

—ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্ট রুসিয়াদিগের ভারতবর্ষ আক্রমণ সম্বন্ধে যতই উদাসীন ভাব দেখান, মনে২ যে তাহাদের কতকটা ভয় হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। শুনা যাইতেছে কাপ্তেন বার্টনকে কাবুলের এজেণ্ট নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করা হইতেছে। ইনি বৎসর ২০০০০ হাজার টাকা বেতন পাইবেন। রুসিয়ান এবং আফগানদিগের কার্য্য পরিদর্শন করা ইহার কার্য্য থাকিবে। ওয়ারলড নামক পত্রিকায় এই সংবাদটি প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা কত দূর সত্য আমরা জানি না।

—এ দেশে চা কিরূপে প্রস্তুত হয় ইহা শিক্ষা করিবার নিমিত্ত জাপানের রাজা দার্জিলিঙ্গে কতকগুলি লোক পাঠাইয়াছেন। ইহারা এই বিষয় শিক্ষা করিয়া জাপান দেশে চার আবাদ করিবে। আমরা যেরূপ গতিক দেখিতেছি তাহাতে জাপান ও চিন রাজ্য আশিয়ার মধ্যে সর্ব্ব প্রধান হইয়া উঠিবে।

—এই রূপ রাষ্ট্র যে বারানসীর মহারাজার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি অসুস্থ হইয়া জল বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত দিল্লি গমন করিয়া ছিলেন এবং ১৪ই মে তারিখে সেই খানে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাহার পর দিল্লি হইতে তাহার মৃতদেহ বারানসীতে আনিয়া তথায় উহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়।

—এক জন ফারাশি ডাক্তার বাতের এক অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, শরীরের যে স্থানে বাতের বেদনা উপস্থিত হয় সেখানে যদি কোন গতিকে মধু মক্ষিকা দংশন করে তাহা হইলে উহা অবিলম্বে আরোগ্য হয়। এটি যদি সত্য হয় তাহা হইলে বোধ হয় মধু মক্ষিকার শরীরের মধ্যে যে বিষ আছে উহা বাত রোগের ঔষধ। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসকেরা কেন এই বিষয়টী পরীক্ষা করেন না?

—গত বৎসর ৮৬৯৬৬৬ বিঘা ভূমিতে আফিঙ্গের আবাদ হয়। বেহারে প্রতি বিঘায় ৪ শের ১০ দশ ছটাক এবং বারানসীতে প্রতি বিঘায় ৪ শের পাঁচ ছটাক আফিং উৎপন্ন হয়। সর্ব্ব সমেত ৯৮১৭৮ মন আফিং গত বৎসর উৎপন্ন হয়। বেহার ও বারানসীতে ভূমির অহিফেন উৎপাদন করিবার শক্তি কিছু মাত্র লাঘব হয় নাই। ছোট নাগপুরে এই শক্তি ক্রমে হ্রাস হইতেছে। ৫ বৎসর পূর্ব্বে সেখানে প্রতি বিঘায় ৫ শের ২ ছটাক আফিং উৎপন্ন হইত। গত বৎসর প্রতি বিঘায় দুই শের দুই ছটাক আফিং উৎপন্ন হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য দেশীয় আফিঙ্গের আবাদ এখানে প্রচার করিবার নিমিত্ত যত্ন করেন এবং এই উদ্দেশে পারস্য ও মালয়া পোস্তার বীজ বপন করেন কিন্তু উহা অঙ্কুরিত হয় না। এমন কি বেহারের বীজে বারানসীতে কি বারানসীর বীজে বেহারে ভাল আফিং উৎপন্ন হয় নাই।

—ইতি মধ্যে পঞ্জাব ষ্টেট রেলওয়েতে একটি দুর্ঘটনা উপস্থিত হয়। শকট যূথ দ্রুতবেগে গমন করিতেছে ইতি মধ্যে এক খানি তৃতীয় শ্রেণীর শকটে আগুন ধরিয়া যায়। আরোহীরা মনে মনে ভাবেন যে, অগ্নি প্রবল হইবার পূর্ব্বে তাহারা কোন ষ্টেশনে উপস্থিত হইতে পারিবেন, কিন্তু অগ্নি ক্রমে প্রবল হইয়া উঠে। আরোহীরা প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত অস্থির হয়। গার্ড দৈবাৎ দেখিতে পায় যে গাড়িতে আগুন লাগিয়াছে, কিন্তু সে কোন মতে ড্রাইবরকে এই বিপদ জানাইতে পারে না। তখন সকলে শকট হইতে লম্ফ দ্বারা বহির্ভাগে পতিত হওয়ার সংকল্প করে। ক্রমে২ তাহারা সকলেই শকট হইতে লম্ফ প্রদান করে। লম্ফ প্রদান দ্বারা কয়েক জন আরোহী অতিশয় আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। দুটী স্ত্রীলোকের পায়ের অস্থি চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভগ্ন পদ ডাক্তারেরা ছেদন করাতে এখন পর্য্যন্ত তাহারা জীবিত আছে।

—মালাবরে নীচ জাতীয় কোন ব্যক্তি দেব মন্দিরে প্রবেশ করাতে দেবালয় অপবিত্র হয়। দেবালয় পুনঃ পবিত্র করিবার নিমিত্ত অধ্যক্ষের ৬৯ টাকা ব্যয় হয়। তিনি ইহার নিমিত্ত নীচ জাতীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ করেন। বিচারপতি আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সুবিচার করিয়াছেন কি না তাহা আমরা জানি না, কিন্তু যে নিয়মে বিচারপতিরা অন্যান্য ক্ষতি পূরণের মকর্দ্দমা ডিক্রি দিয়া থাকেন সে নিয়মে সুবিচার হয় নাই।

—ইংরাজেরা আমাদের অপেক্ষা প্রায় সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, তবে অর্থ উপার্জ্জন করিবার উপায় ইহারা যেরূপ বাহির করিতে পারেন, আমরা সপ্ত জন্ম মাথা কুটিলেও তাহা বাহির করিতে পারি না। যে সময় যুবরাজ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখন ইংলণ্ডের কোন বণিক সম্প্রদায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন যে, এই উপলক্ষে যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিতে পারিবেন তাহারা তাহাদিগকে ২১ শত টাকা পারিতোষিক প্রদান করিবেন। তাহারা এই বিজ্ঞাপনটি প্রদান করিয়া আপনাদের নাম জগত বিখ্যাত করিলেন, রাজ ভক্তি দেখাইলেন, বিদ্যা চর্চ্চার উৎসাহ প্রদান করিলেন, কতক গুলি নূতন কবিতার স্থষ্টি করিলেন এবং এই সামান্য অর্থ দ্বারা তাহারা সতঃ পরত নানা উপকার করিলেন। আবার এই দুইহাজার টাকা ব্যয়করিয়া তাহারা অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা উপার্জ্জন করিবেন। যে সমুদয় কাব্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তাহাদের পুরস্কারের যোগ্য হইয়াছে সে সমুদয় কাব্য একত্রিত করিয়া তাহারা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বিক্রয় করিতেছেন এবং ইহা যে বিস্তর বিক্রয় হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

—অনেক সময় অনেকে সহসা অচৈতন্য হইয়া পড়ে। রৌদ্রের উত্তাপে অনেকে এই রূপ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া থাকে, অনেক ক্ষণ দ্রুত বেগে অশ্বোপরি গমন করিয়াও এই অবস্থায় পতিত হইতে হয়। উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে অনেকে এই রূপ অচৈতন্য হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এরূপ অবস্থায় ডাক্তারেরা ব্রাণ্ডি কি অন্য কোন উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন কিন্তু ইহা দ্বারা অনেক সময় অনেকের চৈতন্য হয় না, অথবা সহসা মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ পায় না। ইংলণ্ডের এক খানি চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সম্বাদ পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন যে, এরূপ অচৈতন্য অবস্থায় ব্রাণ্ডি দেওয়া যুক্তিসঙ্গত, নহে। যদি কেহ সহসা অচৈতন্য হইয়া পড়ে তাহা হইলে চিকিৎসকেরা তাহাকে স্থির ভাবে এক স্থানে রাখিবেন। দেখিবেন যেন কোন গতিকে সে নড়াচড়া না করে। তৎপরে যত ক্ষণ নাড়ি অতিশয় প্রবল গতিতে প্রবাহিত হইবে, তত ক্ষণ কোন রূপ উত্তেজক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। নাড়ির এই রূপ প্রবল অবস্থা হইতে যখন ক্রমে মৃদু গতি হয় এবং বোধ হয় যে নাড়ি বসিয়া যাইতেছে, তখন উত্তেজক ঔষধ দেওয়া কর্ত্তব্য। চিকিৎসকেরা যদি এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সহসা মূর্চ্ছাগ্রস্তদিগকে চিকিৎসা করেন তাহা হইলে অনেকে সম্ভবতঃ আরোগ্য হইবে।

—আমরা শুনিলাম যুবরাজ এদেশ হইতে দুই জন ভারতবর্ষবাসীকে সঙ্গে করিয়া স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইহারা সুশিক্ষিত কি সম্ভ্রান্ত লোক নহে, ইহাদের অবস্থা অতিশয় সামান্য। যুবরাজ ইহাদিগকে যে কি নিমিত্ত সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন তাহা এখনও প্রকাশ হয় নাই। ইংরাজেরা এ দেশীয়দিগকে অসভ্য মনে করেন। হয় ত অন্যান্য পর্য্যটকেরা আফ্রেরিকা কি আমেরিকা হইতে যেরূপ অসভ্য জাতির লোক স্বদেশে আনিয়া ইংরাজদিগের কৌতুক তৃপ্তি করেন, ইনিও সেই উদ্দেশে তাহাদিগকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়াছেন। এক খানি ইংরাজি সম্বাদ পত্রের সম্পাদক লিখিয়াছেন যুবরাজের দুই জন ভারতবর্ষবাসীকে সঙ্গে লইয়া যাওয়ার অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে। বিক্‌টরিয়া পূর্ব্বে ইংলণ্ডের কুইন ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে কেবল ইংরাজ বডি গার্ড ছিল, এখন তিনি ভারতবর্ষের এম্প্রেস হইলেন, এখন ইহার সঙ্গে ভারতবর্ষবাসী বডিগার্ড থাকা উচিত এবং যুবরাজ এই নিমিত্ত সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ হইতে দুই ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন। এই সম্পাদকের বিশ্বাস যে, মহারাণী যদি ভারতবর্ষবাসীদিগকে প্রকৃত বডিগার্ড রাখেন তাহা হইলে ভারতবাসীরা এখন অপেক্ষা আরো অধিক রাজভক্ত হইবে। তিনি উদাহরণ স্থলে বলিয়াছেন যে, যখন এদেশে সিপাহী যুদ্ধ হয় তখন লর্ড ক্যানিঙ্গের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরামর্শ দেন যে, তাঁহার সঙ্গে যে সমুদয় সিপাহী প্রহরী থাকে তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত্র করুন, কিন্তু লর্ড ক্যানিং তাহা শুনেন না। তিনি নির্ভয়ে ইহাদের হস্তে অনেক সময় আপনার জীবন সমর্পণ করেন এবং এই নিমিত্ত সিপাহী যুদ্ধের সময় তাহার কোন বিঘ্ন হয় না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইংরাজেরা যদি এদেশীয়দিগকে সরল ভাবে বিশ্বাস করিতেন তাহা হইলে দেখিতেন যে, পৃথিবীর কোন জাতি ভারতবর্ষবাসী অপেক্ষা রাজ ভক্ত নহে।

—এদেশেয় সম্পাদকদিগের কম বিপদ নাই। এদেশে যেরূপ আইন কঠোর তাহাতে লিখিতে একটু ত্রুটি হইলে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হইবার বিচিত্র নাই। আবার লাইবেল আইন যেরূপ তাহাতেও ইহাদের পদে২ বিপদের সম্ভাবনা, কিন্তু আমেরিকার সম্পাদকদিগের অবস্থার সঙ্গে এ দেশীয় সম্পাদকদিগের অবস্থা তুলনা করিলে আমরা মহা সুখে আছি। সেখানে আইন কানন তত কঠোর না থাকিতে পারে, কিন্তু সম্পাদক কোন ত্রুটি করিলে ক্ষতিগ্রস্ত লোকের রাজ বিচারালয় পর্য্যন্ত গমন করার দেরি সহ্য হয় না। কিছু দিন হইল আমরা একবার লিখি যে এক খানি সম্বাদ পত্রে কাহার বিরুদ্ধে কি প্রকাশিত হয়। এই নিমিত্ত যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখা হয় সে সম্পাদককে হত্যা করিবার নিমিত্ত তাহার বাটি উপস্থিত হয়। আবার যদি কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কেহ কোন সম্পাদকের নিকট পত্র প্রেরণ করে, এবং সম্পাদক উহা প্রকাশ না করেন তাহা হইলেও ভারি বিপদ। তাহা হইলে পত্র প্রেরক সম্পাদককে হত্যা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হয়। সম্প্রতি হেরালড নামক আমেরিকার এক খানি সম্বাদ পত্রের সম্পাদকের সঙ্গে এক জন ভদ্র লোক সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন। অভ্যাগত ভদ্র লোক পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট আপনার নাম পাঠান। সম্পাদক তাহাকে সমাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু ভদ্র লোক সম্পাদকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তকে কতক গুলি ময়লা নিঃক্ষেপ করিয়া চলিয়া যান।

—আমরা কিছু দিন হইল প্রকাশ করি যে, মধ্য ভারতবর্ষের এক জন মুসলমান কণ্ট্রাক্টর ১৬জন ব্যক্তিকে হত্যা করে। ইহার সবিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। হত্যাকারীর বাসস্থান ইন্দোরের নিকট। ইহার নাম কাদার। কাদার সম্পত্তিশালী ব্যক্তি। ইহার বয়স ৪০ বৎসর। কাদার এক জন প্রসিদ্ধ বদমায়েস। ১৮৬৭ অব্দে সে চুরি করিয়া ফাটকে যায়। কারাগারমুক্ত হইয়া সে পুনরায় ফাটকে যায় এবং তথায় এক বৎসর থাকিয়া খালাস হইয়া আসে। আবার সে চুরি করে এবং আবার তাহাকে ফাটকে দেওয়া হয়। শেষ বার খালাস হইয়া সে পুলিশের হস্তে আর পতিত হয় না। এখন অবধি সে অন্য রূপ জীবন যাপন করিতে থাকে। সে বড়২ বলদ ও গাড়ী ভাড়া করিয়া নানা স্থানে প্রেরণ করিতে থাকে। কিন্তু যে সকল গাড়ী ও গরু সে প্রেরণ করে তাহার কোন খোজ পাওয়া যায় না, এবং গাড়োয়ানেরাও ফিরিয়া আসে না। কিছু দিন পরে শুনা যায় যে অমুক জঙ্গলে একটি মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে এবং মৃত ব্যক্তির চেহারার সহিত অনুদিষ্ট একজন গাড়োয়ানের সাদৃশ্য আছে। কাদার এক জনের নিকট হইতে গাড়ী ভাড়া করিত না। সে নানা স্থানে নানা ব্যক্তির নিকট হইতে ভাড়া করিত। কিন্তু সকলেরই নিকট আপনার নাম প্রকাশ করিত। পুলিশ অনুসন্ধানে এই সমুদায় বিষয় জানিতে পায় এবং কাদারের হুলিয়া বাহির হয়। কিছু দিন পরে সে ধরা পড়ে। কোন উপায় না দেখিয়া আপনার দোষ স্বীকার করে। এমন কি কোথায় লাস গুলি ফেলিয়া দেয় তাহা পর্য্যন্ত সে বলে। তাহার জোবানবন্দীতে প্রকাশ পায় যে, যে সকল গাড়োয়ানকে সে লইয়া যাইত তাহাদিগকে সুযোগ মত সে শেঁকো বিষ ভক্ষণ করাইত। যখন তাহারা মৃত প্রায় হইত তখন তাহাদিগকে নিভৃত স্থানে ফেলিয়া সে গরু ও গাড়ী লইয়া নিকটবর্ত্তী কোন সহর কি বাজারে গিয়া উহা বিক্রয় করিত এবং এই রূপে বিস্তর টাকা উপার্জ্জন করিত। আর এক ব্যক্তি তাহার সহকারী ছিল। সে গোরু ও গাড়ী বিক্রয় করিয়া দিত এবং কমিসন স্বরূপ কিছু টাকা পাইত। ক্রমে এ ব্যক্তিও কাদারের ন্যায় স্বাধীন ভাবে ব্যবসায় আরম্ভ করে এবং দুই জন গাড়োয়ানকে হত্যা করে। এ ব্যক্তিও বিচারাধীন আছে। কাদার অবলীলা ক্রমে তাহার হত্যার বিবরণ গুলি বর্ণন করে এবং সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া কিছু মাত্র ভীত হয় নাই।

—আমেরিকান গবর্ণমেণ্টের কোন কার্য্যে বিস্তর চুরি হয়। ইহার অনুসন্ধান হইতেছে। এই অনুসন্ধানের নিমিত্ত প্রত্যহ যে সাক্ষী উপস্থিত হইতেছে তাহাদের জন্য প্রতি দিন ১২ হাজার টাকা ব্যয় হইতেছে।

—বিলাতে আর এক জন প্রধান ইংরেজ তাহার স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি সন্দেহ করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত আদালতে উপস্থিত হন। যদিও জুরিরা স্ত্রীলোকটিকে নির্দ্দোষী বিবেচনা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে এরূপ গুরুতর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, কোন নিরপক্ষ ব্যক্তি তাহাকে দোষী না বলিয়া থাকিতে পারেন না। উক্ত ইংরেজের নাম কাপ্তেন রিপিঙ্গল। ইহার বয়ক্রম ২৭ বৎসর। যে যুবতীকে বিবাহ করেন তাহার বয়স ২১ বৎসর। বিবাহের পূর্ব্বে ইহাদের ছয় মাস কোর্ট সিপ হয়। তখন ইহারা পরস্পরের প্রতি অতিশয় ভালবাসা প্রকাশ করেন। বিবাহ হইয় গেলে কাপ্তেন প্রায় যথা সর্ব্বস্ব তাহার স্ত্রীকে অর্পণ করেন, কিন্তু যে বিবাহ হইয়া গিয়াছে আর বিবি রিপেঙ্গল তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিতে অস্বীকৃত হন। বিবি বলেন যে, সন্তান প্রসব করা তিনি অতিশয় ভয় করেন এবং সেই জন্য তিনি তাহার স্বামীর নিকট অবস্থিতি করিবেন না। স্বামী তাহাকে কত সাধ্য সাধনা করেন, কিন্তু বিবি কোন মতে স্বীকৃত হন না এবং তিনি স্বতন্ত্র হইয়া বাস করিতে থাকেন। মাঝে২ তিনি গৃহ হইতে অনুদ্দেশ হইতেন এবং তাহার স্বামীর নিকট বলিতেন যে তাহার আত্মীয় স্বজনকে দেখিতে তিনি বাহিরে গিয়া থাকেন। ক্রমে কাপ্তেনের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তিনি এক জন পুলিশ ডিটেকটিবকে নিযুক্ত করিয়া বলেন যে তাহার স্ত্রীর ভ্রমণ স্থান সে অনুসন্ধান করিয়া দেখে। ডিটেক্‌টিব বিবি রিপেঙ্গলের পশ্চাৎ২ গমন করে এবং দেখে যে তিনি ডিলাকোর নামক এক জন সাহেবের গৃহে প্রবেশ করেন। ডিলাকোর অবিবাহিত এবং একাকী একটি গৃহে বাস করেন। এখানে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত বিবি রিপেঙ্গল অবস্থিতি করিয়া গৃ[illegible]বর্ত্তন করেন। তাহার স্বামী তাঁহাকে [illegible] তিনি কোথায় গিয়া ছিলেন? তি[illegible] কোন পুরাতন বন্ধুর বাটী গিয়া ছিলেন। [illegible] কাপ্তেন বড় পীড়াপিড়ী করিয়া ধরিলে তিনি স্বীকার করেন যে, ডিলাকোর সাহেবের বাটী তিনি গিয়া ছিলেন এবং তথায় রাত্রি একটা পর্য্যন্ত ছিলেন। তবে তিনি বলেন যে, তথায় কোন গর্হিত কার্য্য তিনি করেন নাই, কেবল পান ভোজন ও নির্দ্দোষ আমোদে সময় কাটান। এক জন যুবতী স্ত্রী নির্দ্দোষ আমোদার্থে এক জন যুবকের বাটী রাত্রি একটা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়া ছিলেন, ইহা ইংরেজ জুরীরা বিশ্বাস করিতে পারেন, এ রূপ ঘটনা এ দেশে হইলে তদ্দণ্ডে সে স্ত্রী পরিত্যক্ত হয়। বিচারপতি জুরীদের মতে মত দেন না। তিনি বিবি রিপেঙ্গলকে দোষী সাব্যস্ত করেন, কিন্তু যখন জুরীরা তাহাকে নির্দ্দোষী বলিলেন তখন কাজেই বিবি রিপেঙ্গল নির্দ্দোষী বলিয়া খালাস পান।

—রুশিয়ায় সামুদ্রিক রণ বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত যে সমুদয় বিদ্যালয় আছে তথাকার ছাত্রদিগের ইংরাজি শিক্ষা করিতে হয়। রুশিয়েরা বলেন যে, ইংরাজেরা সামুদ্রিক যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রুশিয়াদিগকে ইংরাজদিগের নিকট হইতে এই সম্বন্ধে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে হইবে। তাহারা বালকদিগকে এই নিমিত্ত ইংরাজি শিক্ষা করাইতেছেন। আবার যাহাদের বিশ্বাস আছে যে, রুশিয়ারা যে কার্য্য করে তাহাই একটি নিগূঢ় অভিসন্ধি আছে, তাহারা বলেন যে ভারতবর্ষের লোক ইংরাজি শিখিয়াছে, এখানে সকল কার্য্য ইংরাজিতে হয়, রুশিয়েরা যদি কালে ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারেন, তবে অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত এদেশে রুশিয় ভাষা প্রচলিত না হয় তত দিন ইংরাজিতে কাজ কর্ম্ম চালাইতে হইবে, এই নিমিত্ত তাহারা সামুদ্রিক যুদ্ধের ছলনা করিয়া দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রচার করিতেছেন।

—আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, কেবল বাঙ্গলা, বিশেষতঃ কলিকাতায়, অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু আমরা এক খানি সম্বাদ পত্রে দেখিলাম যে, মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যেও অল্প বয়সে বিবাহ হইয়া থাকে। পুণাতে একটী শুভ দিনে তিন শত বিবাহ হয়। এই বিবাহে যত বর কন্যার বিবাহ হয় তাহাদের বয়স ৭ বৎসরের অধিক হইবে না। এক দিন কাল এদেশে যুবকদিগের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অন্যায় এবং উহা এদেশের দুর্গতির একটি প্রধান কারণ। এখন অনেকের এই বিশ্বাসের আবার কিছু ব্যত্যয় জন্মাইতেছে। ইহারা বলেন যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা যখন বলবান ছিলেন, তখন এদেশে বালিকাদের অল্প বয়সে বিবাহ হইত, সুতরাং বাল্য বিবাহ এদেশের দুর্গতির কারণ নহে, কিন্তু এ কথা যাহারা বলেন, তাহারা এটি স্বীকার করেন যে, তখন বর কন্যা উভয়ের অল্প বয়সে বিবাহ হইত না। বালিকার অল্প বয়সে হইত কিন্তু পাত্রদিগের বিবাহ অধিক বয়সে হইত, সুতরাং পূর্ব্বের বিবাহের প্রণালী যে কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা তাহারা অস্বীকার করিতে পারেন না। কিন্তু অতি শৈশবাবস্থায় যে বিবাহ দেওয়া অন্যায় বোধ হয় সকলেই তাহা স্বীকার করেন। যে দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, সে দেশে কন্যা সন্তানগণকে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়া এক রূপ নিষ্ঠুরতা, আবার অল্প বয়সে কন্যার বিবাহ দিতে হইলে পাত্রের বয়স অল্প আবশ্যক করে। ইহাতে এই অনিষ্ট হয় যে বাল্যকালে বিবাহ দেওয়ায় বালকদিগের পাঠের বিঘ্ন জন্মে। আবার শৈশব কালে কন্যার বিবাহ দেওয়ার প্রথা প্রচলিত না থাকিলে লোকে হয় ত কন্যা লইয়া এরূপ বিপদে পড়িতেন না। এদেশে যাহারা কন্যার বয়স একটু অধিক করিয়া বিবাহ দেন, তাহারা কেবল সুপাত্র প্রান না, তাহাদের বিবাহে এত ব্যয়ও লাগে না।

—যখন যুবরাজ এদেশে আগমন করেন তখন রাষ্ট্র হয় যে, যুবরাজ অনেক ঋণী হইয়া পড়িয়াছেন। পার্লিয়ামেণ্টে তিনি অর্থ সাহায্য চান, তাহা সভ্যগণ মঞ্জুর করেন না। মহারাণী বিকটরিয়ার নিকট অর্থ চান, তিনি উহা দিতে স্বীকৃত হন না। মহারাণীর অনেক পরিবার, তিনি এক জন রাখিয়া অপর কাহাকে টাকার সাহায্য করিতে পারেন না। এই বিপদে পড়িয়া তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিতেছেন। যুবরাজ এদেশে আগমন করিয়া বহু মূল্যের উপহার প্রাপ্ত হন এবং এই নিমিত্ত লোকের মনে পূর্ব্বের বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। অদ্যাপি সে বিশ্বাস গিয়াছে কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না। সম্প্রতি আবার আর এক কথা রাষ্ট্র হইয়াছে। মহারাণী 'এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া' উপাধি গ্রহণ করিলেন। মহারাণী এম্প্রেস হইলে যুবরাজ ইম্পিরিয়েল প্রিন্স হইবেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে পদ ও সম্ভ্রম ছিল তাহা আরো বাড়িয়া যাইবে, সুতরাং তাঁহার পদ গৌরব রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় পড়িবে। তাঁহার যে আয় আছে, তাহাতে তাঁহার পূর্ব্বের ব্যয় সংকুলান হইত না, কাজেই এখন অনেক টাকার অনটন পড়িবে। তাঁহার এই অনটন সংকুলন করিবার নিমিত্ত যে ব্যয় পড়িবে, তিনি তাহা ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে গ্রহণ করিবেন। এই গল্পটী ভারতবর্ষে উঠে নাই। ইহার উৎপত্তির স্থান ফ্রান্স। ফল এই গল্প যত হাস্যস্কর হউক, মহারাণী এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণ করেন বলিয়া ভারতবর্ষের রাজকোষ হইতে ইংলণ্ডের আরো দুই চারি কোটী টাকা গ্রহণ করায় বিচিত্র নাই। মহারাণী এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়া যদি ভারতবর্ষের প্রকৃত কোন উপকার হইয়া থাকে, যদি ইংলণ্ডবাসী ইংরাজেরা যে সমুদায় রাজকীয় স্বত্ব উপভোগ করিয়া থাকেন, ভারতবাসীরা তাহা ভোগ করিতে পারিতেন তাহা হইলে ইংলিশ গবর্ণমেণ্ট এখান হইতে যদি আর দুই চারি কোটি টাকা গ্রহণ করেন তাহাতে লোক নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইবে না। আমাদের ভয় যে পাছে এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি মঙ্গলের কারণ না হইয়া অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠে।

—রুশদিগকে ইউরোপের অপর অনেক জাতি এখনও অসভ্য বলেন। তাহাদের সংকল্প হইয়াছে তাহারা এই অপবাদ ঘুচাইবেন। এই নিমিত্ত তাহারা যাহাতে সামরিক কার্য্যে বিশেষ নৈপুণ্য হন তাহার নিমিত্ত প্রাণ পণ করিয়াছেন। রাজ নীতি কৌশলে তাহারা এই নিমিত্ত এত উন্নতি করিয়াছেন যে, এখন অনেকের বিশ্বাস যে, রুশগণের ন্যায় চক্রী রাজ নীতিজ্ঞ ভূমণ্ডলে নাই। আবার বিদ্যা বুদ্ধির উন্নতির নিমিত্ত ইহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহেন নাই। রুশ গবর্ণমেণ্ট প্রজাদিগকে শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত বিস্তর ব্যয় করিতেছেন। ইংলণ্ড এবং ইটালি যে রূপ আফেরিকার মধ্য প্রদেশ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত বিজ্ঞানবেত্তাগণকে প্রেরণ করিতেছেন রুশেরা সেই রূপ কাস্পেন সাগর ও উহার উপকূল গবেষণা করিবার নিমিত্ত পণ্ডিত পাঠাইতেছেন। বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতির নিমিত্ত ইহারা ত্রুটি করিতেছেন না। কোন কোন ব্যবসায়ে এখন ইহারা এত উন্নতি করিয়াছেন যে, তাহাকে অপর কোন দেশের লোকে তাহাদের সঙ্গে প্রতিযোগীতা করিতে পারে না।

—সার সলার জং এক জন অদ্বিতীয় লোক। তিনি হাইদ্রাবাদের নিজামের মন্ত্রী বলিয়া এরূপ সম্ভ্রান্ত নন। তিনি এপদে আরূঢ় না থাকিলেও ইহাকে সকলে সম্ভ্রম করিতেন। স্বাধীন রাজাদিগের ন্যায় ইহার জন্যে সম্মানসূচক তোপ হইয়া থাকে। আমরা গবর্ণর জেনারেলকে যে পাঠ লিখিয়া থাকি, গবর্ণমেণ্ট ইহাকে সেই পাঠ লিখিয়া থাকেন। ইহার এত ধন ঐশ্বর্য্য আছে যে, তত ধন ঐশ্বর্য্য ভারতবর্ষে আর কাহার আছে কি না সন্দেহ। ইহার পিতামহী যখন মরেন তখন ইহাকে এক ক্রোর টাকা প্রদান করিয়া যান। বিদ্যা বুদ্ধিতেও ইনি এক জন অদ্বিতীয়। রাজনীতি কৌশলে ইনি এক জন বিখ্যাত লোক। ইহার সঙ্গে রাজনীতি কৌশলে লর্ড নর্থব্রুক এবার পরাস্ত হন। ইউরোপে অনেক ধনী ও পণ্ডিত লোক আছেন, কিন্তু সার সলার জং সেখানে গমন করিয়াও অতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার গমনের নিমিত্ত লণ্ডনে হুলুস্থুলু পড়িয়া গিয়াছে। পারিসেও তাহাকে লইয়া মহা ধূমধাম হয়। ইনি কি উদ্দেশে ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। ইংরাজেরা বেরার রাজ্য অন্যায় পূর্ব্বক নিজামের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। অনেকের বিশ্বাস যে, তিনি এই রাজ্য উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে গমন করিয়াছেন। তাহার ইংলণ্ডে যাত্রার এবার এত বাধা পড়িয়াছে যে আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে, তাহার উদ্দেশ্য সফল হয় কি না। যখন তিনি ভারতবর্ষ হইতে যাত্রা করেন তখন তাঁহার তিনটী অমাত্যেয়ের বিঘ্ন হয়। এই বিঘ্ন কয়েকটি কি আমরা ইতি পূর্ব্বে লিখিয়াছি। আবার সার সলার জং পারিসে একটী বাটীতে উঠিতে শিড়ির উপর হইতে পড়িয়া যান এবং পড়িয়া তাহার মাজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

—মহারাণী এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন। এই নিমিত্ত ইংলণ্ডে ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে সন্দেহ করিতেছেন যে, ডিসরেলির এবার বুঝি মন্ত্রিত্ব যায়। ইংলণ্ডে রাজনৈতিক দুইটী দল আছে। এক দলের কর্ত্তা ডিসরেলি, অপর দলের কর্ত্তা গ্লাডেষ্টন। যখন যে দলের মত প্রবল হয় তখন সেই দলের কর্ত্তা মন্ত্রী হন। এখন ডিসরেলি মন্ত্রীত্বপদে আরূঢ় আছেন। ইহার মন্ত্রণায় মহারাণী এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি গ্রহণ করিলেন। তাহার এই কার্য্যটীর নিমিত্ত তিনি ইংলণ্ডে অনেকের নিকট অপ্রিয় হইয়াছেন। এমন কি যাহারা বরাবরি তাঁহার দলে ছিলেন তাহারা পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। ডিসরেলি এখনও পদস্থ আছেন, তাঁহার দল এখনও প্রবল আছে। বোম্বাইবাসীও ইণ্ডিয়ান লীগ এম্প্রেস অব ইণ্ডিয়া উপাধি অনুমোদন করিয়া দুই খানি আনন্দসূচক পত্র মহারাণীকে পাঠাইয়া দিলে সম্ভবতঃ ডিসরেলির শক্তি যাহা একটু দুর্ব্বল হইয়া থাকে তাহা আবার প্রবল হইবে। ইণ্ডিয়ান লীগ ডিসরেলিকে এই বিপদকালে সাহায্য করিয়া বাধ্য করিবেন এই রূপ অভিপ্রায় করেন। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য সফল হইলে বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন না কোন বিশেষ মঙ্গল হইতে পারে।

প্রেরিত।

মহিষাদলের রাজা।

সবিনয় নিবেদন।

গত ১০ ই মে শনিবার অপরাহ্ণে বেলা ৪ টার সময় মহিষাদল রাজা বাহাদুরের ইংরেজী স্কুল ও তদন্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালার বাৎসরিক পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ইংরাজি স্কুল গৃহে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভায় এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্র লোক এবং অত্রত্য সব রেজেষ্টার মহাশয় সমাহুত ও উপস্থিত হইয়াছিলেন। তমলুক সবডিবিজনের মান্যবর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু রাম অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সরকারি কার্য্যে অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই। বিদ্যোৎসাহী বদান্যবর রাজা বাহাদুর স্বয়ং সভায় উপস্থিত হইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক সভার মুখোজ্জ্বল ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইলে সভাপতি মহোদয়ের অনুমতি লইয়া সম্পাদক মহাশয় স্কুলের একটী সুদীর্ঘ রিপোর্ট পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি রাজা বাহাদুর ছাত্রগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ উৎসাহপূর্ণ নীতিগর্ভ উপদেশের সহিত স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন। সমারহ সহকারে যথা রীতি পুরস্কার বিতরিত হইলে মান্যবর সভাপতি মহাশয় কে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে পারিতোষিক বিতরণের সমস্ত ব্যয় ভার দান শীল রাজা বাহাদুর স্বয়ং বহন করিয়াছেন। আমরা করুণা নিধান পরমেশ্বর সমীপে কায়মনো বাক্যে প্রার্থনা করি যে তিনি তাঁহাকে দীর্ঘ জীবী ও চির সুখী করিয়া সৎকার্য্যে অধিকতর অনুরাগী ও দৃঢ়ব্রত করেন।

মহিষাদলের রাজা বাহাদুর যেরূপ দানশীল, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী এবং সদনুষ্ঠানে রত তাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা নিতান্ত অকৃতজ্ঞতার কার্য্য। তিনি যে কেবল নিজ বাস গ্রামে উপযুক্ত দাতব্য বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় সংস্থাপন ও তাহাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বিদ্যোৎসাহী ও দেশহিতৈষিতা গুণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা নহে। এ প্রদেশের অন্যান্য অনেক বিদ্যালয়ে ও চিকিৎসালয়ে মাসিক চাঁদা ও এক কালিন দান দ্বারায় সাহায্য করিয়া থাকেন। নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, বাঁশ

বড়িয়া, ত্রিবেণী প্রভৃতি অনেক স্থানের চতুষ্পাটী সংস্কৃতাধ্যাপক মহোদয়গণকে প্রচুর পরিমাণে ধান্য বৃত্তি প্রদান করিয়া ভারত গৌরব সংস্কৃত শাস্ত্রালোচনার সমধিক আনুকুল্য করেন এবং রাস্তা ঘাটাদি নির্ম্মাণ দ্বারায় প্রজা পুঞ্জের উপকার বিধান করেন তাহা অনেকেই অবগত আছেন। সে জন্য তিনি সাধারণের ও গবর্ণমেণ্টের ধন্যবাদের যোগ্য। এতদ্ভিন্ন সম্প্রতি মেদিনীপুর হাই স্কুলের প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ যে সকল ছাত্র গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি না পাইবেন তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্রকে তিনি মাসিক ৫পাঁচ টাকা হিসাবে বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন তাহাও সাধারণের অগোচর নাই। নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষা আজ কাল গবর্ণমেণ্টের প্রিয় জিনিশ যাহার উন্নতি সাধন ও বহুল প্রচারের জন্য কত যত্ন ও কত অর্থ ব্যয় হইতেছে তাহাতেও তাঁহার অনুরাগ আছে এবং সাধারণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ মাসিক দুই টাকার হিসাবে দুইটী বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন এবং গত তিন বৎসর হইতে উক্ত বৃত্তি প্রদান করিয়া আসিতেছেন তদ্বিষয় কেন যে অলক্ষিত রহিল তাহার কারণ আমরা কিছুই উপলব্ধি করিতে পারি না। আবার মেদিনীপুর জেলার যে সকল স্থানে বঙ্গের পরম শত্রু ম্যালিরিয়া ভীষণাকারে প্রাদুর্ভূত হইয়া অকালে শত শত লোককে কালের করাল কবলে নিঃপতিত করিয়া দেশ উচ্ছিন্ন করিতেছে, সেই সকল স্থানের চিকিৎসার সুবিধার জন্য সে দিন ৪০০ চারি শত টাকা দান করিয়াছেন। জেলার মান্যবর মাজিষ্ট্রেট সাহেব মহোদয় তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদও দিয়াছেন। সর্ব্বদাই তিনি মুক্ত হস্তে এই রূপ দান ও অন্যান্য সৎকার্য্যের দ্বারায় দেশের উপকার করিয়া থাকেন। যদি ন্যায়বান সদাশয় গবর্ণমেণ্ট অনুগ্রহ পুর্ব্বক তাঁহার এই সকল দান ও সৎকার্য্যের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত উপাধি ও সম্মান দ্বারায় ভূষিত করিয়া উৎসাহিত ও গুণের যথার্থ পুরস্কার করেন তাহা হইলে যে তাঁহার দ্বারায় আরও বহুল প্রকার সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া উত্তরোত্তর দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

শ্রীঃ—

বন্য ভয়।

মহাশয়, বহু দিবসাবধি আমাদের মত্ত গ্রাম ব্যাঘ্রের আবাস ভূমি হইয়াছে। এই সমুদয় ব্যাঘ্র সময়২ লোকের যে কত প্রকার অনিষ্ট করিতেছে তাহা আর পত্রে লিখিয়া কত জানাইব। মত্ত গ্রামে বোধ হয় এমন কোন বাড়ী নাই যে এই ব্যাঘ্রের অত্যাচার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। গো, মেষ, ছাগ, কুকুর প্রভৃতি গৃহজাত পশুর উপর এই সমুদয় জন্তু নিত্য২ অনিষ্ট সাধন করিতেছে। বিশেষতঃ প্রায় ৩।৪ মাস হইল এই ব্যাঘ্রেরা আমাদের গ্রামে এত দূর প্রভুত্ত লাভ করিয়াছে যে তাহারা কেবল গৃহজাত পশু সমুহকে মারিয়া ক্ষান্ত থাকে না সুযোগ পাইলে মনুষ্যকেও আক্রমণ করিতে ত্রুটি করে না। সন্ধ্যা হইলেই শৃগাল সমুহের ভীষণ আর্ত্তনাদ ও ব্যাঘ্রদিগের ভয়ঙ্কর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক ভয়ে কম্পান্বিত করিয়া ফেলে। গ্রামীক লোকগণ সন্ধ্যার পর আর নিজ২ গৃহ হইতে বাহির হইতে সাহস পান না। যাঁহাদের যে আবশ্যকীয় কর্ম্ম তাহা তাঁহারা দিবা ভাগেই সারিয়া রাখেন এবং রাত্রি হইলেই ভয়ে শশঙ্কিত হইয়া নিজ২ শয্যায় উপবেশন করেন।

যাহা হউক মহাশয় শুনিয়া বোধ হয় সুখী হইবেন যে আমাদের গ্রামে এত দিন পর লোকেরা কিঞ্চিৎ সাহস করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। কয়েক দিবস হইল গ্রামীক লোকেরা ব্যাঘ্র দ্বারা যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত হইয়া সকলে মিলিয়া গ্রামের অনতিদূরবর্ত্তী এক প্রকাণ্ড মাঠে এক বাঁশের খোয়াড় পাতিয়া রাখিয়াছিল। গত কল্য রাত্রে সেই খোয়াড়ে চক্রাকৃতি এক ব্যাঘ্র পতিত হইয়াছিল। ব্যাঘ্রটীকে তখনি গুলি করিয়া মারা হয় এবং বাহিরে আনিয়া মাপিয়া দেখা গেল যে সেটা দীর্ঘে (লেজ সমেত) প্রায় পাঁচ হাত। প্রাতঃকালে সেই জন্তুটিকে সমুদয়ের দেখার সুবিধার জন্য খোয়াড়ের উপর উহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল। অতি প্রত্যুষ হইতে বেলা প্রায় ১১ টা পর্য্যন্ত দলে দলে লোক আসিয়া উহাকে দেখিয়া গিয়াছে। এক্ষণ পর্য্যন্তও উহাকে দেখিয়া লোকের আশা তৃপ্তি হয় নাই। গ্রামীক কুকুরগণ অদ্য ঐ জন্তুটীকে দেখিয়া বিশেষ হর্ষ লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি যে একটী কুকুর ভেউ২ করিতে২ ব্যাঘ্রটীকে কামড়াইবার জন্য লম্ফ প্রদান করিয়াছিল কিন্তু ব্যাঘ্রটী অনেক উচ্চ থাকা প্রযুক্ত সে তাহার মনোরথ সিদ্ধ করিতে পারে নাই। আর বিস্তর লিখিবার প্রয়োজন নাই। পরিশেষে এই মাত্র বলিতে পারি যে, গ্রামীক লোকগণ যদি এই প্রকার একত্রিত হইয়া কার্য্য করেন তবে এ প্রকার এক ব্যাঘ্র কেন, শত২ ব্যাঘ্রকে শমন ভবনে প্রেরণ করিতে পারিবেন।

মত্ত মাণিকগঞ্জ।
৯ ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৩ } কস্যচিৎ মত্ত গ্রাম নিবাসীনী।

দস্যু ভয়।

মহাশয়, সম্প্রতি একটী অতিশয় আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গতঃ আতাপুর নামে একটী গ্রাম আছে। গত শুক্রবারে আমি কয়েক জন বন্ধুর সহিত ঐ গ্রামের মধ্য দিয়া গমন করিতেছি এমন সময় একটী কোলাহল আমাদের কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল। আমরা উহা কি তাহা জানিবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইয়া তত্রাভিমুখে গমন করিলাম। দেখিলাম যে এক ব্যক্তি একটী অল্প বয়স্ক যুবতীকে অতিশয় নির্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। পরে আমরা লোক মুখে অবগত হইলাম যে ঐ ব্যক্তি এক জন দস্যু। উহা দেখিয়া আমাদের মনোমধ্যে দয়ার সঞ্চার হইল।

আমরা অতি বিনীত ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তুমি কেন ঐ অল্প বয়স্ক স্ত্রীলোকটীকে অতিশয় প্রহার করিতেছ। সে অতি ক্রোধ ভরে আমাদিগকে কহিল তোমাদের এ বিষয়ে কোন কথা কহিবার আবশ্যক নাই। আমরা উহার এবম্বিধ গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া সশঙ্কিত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলাম। পথি মধ্যে আর ৫ জন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে আমরা লোক দ্বারা অবগত হইলাম যে উহারাও দস্যু, এখানে অনেক দৌরাত্ম করিতেছে। পরে আমরা অতিশয় ভীত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া একেবারে পুলীশে যাইয়া সংবাদ দিলাম। এক্ষণে সকলে ধৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে পুলীশের দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

একান্ত বশম্বদ
শ্রী——দাউদ কাঁদি।

অষ্টাদশ বর্ষ।

সম্পাদক মহাশয়, ক্রমে এই ভারত ভূমিতে জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছি। জীবন গ্রন্থি শেষ হইয়াছে। নবম বর্ষ বয়ক্রম কালে কি কি কার্য্য করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম এপর্য্যন্ত কি কি কার্য্য করিয়াছি এবং তাহাতে কি ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, সে গুলিন এক বার আপনাকে না জানাইয়া, জীবন ত্যাগ করা অনুচিত বিবেচনায়, তাহার কিয়দংশ এই পত্র খানিতে লিখিয়া আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম।

১২৭৩ বঙ্গাব্দে পিতা আমাকে তদীয় বান্ধবাগ্রগণ্যের সহিত বঙ্গদেশের প্রধানতম রাজধানী ও ইংরাজি সভ্যতার উড্ডীয়মান জয় পতকা স্বরূপ এই কলিকাতা নগরে বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। ইহার পুর্ব্বেই আমি বাঙ্গলা স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িয়া ছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া গ্রীষ্মের বন্দোপলক্ষে প্রায় এক মাস বাসায় বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল।

একদা দিবাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কলিকাতার একটী ভদ্র লোকের সহিত ভবানীপুরের অনতি দূরে বালীগঞ্জের মাঠস্থ নবীন নব দুর্ব্বাদলের উপর দিয়া প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা খেলা একাগ্র চিত্তে সন্দর্শন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ হৃদয় ক্ষেত্রে একটী বিজাতীয় ভাবের আবির্ভাব হইল, কি করিলে আমরা দেশের শোচনীয় অবস্থা বিদূরীত করিতে ও নির্ভয়ে প্রফুল্লান্তকরণের সহিত এই শ্বেত শ্মশ্রু বিরাজিত রাজ পুরুষদের ন্যায় ভারত ভূমিতে ভ্রমণ করিতে পারি। এই কথাটী মনের মধ্যে উদয় হইয়া নানা প্রকার কষ্ট হইতে লাগিল। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া আমার নিকটস্থ ভদ্র লোকটীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ভাল করিয়া লেখা পড়া কর, সব জানিতে পারিবে।" আমার জীবনের প্রধান সঙ্কল্প বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

কয়েক দিবস পরে একটী স্কুলে ভরতি হইলাম। লেখা পড়া সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অষ্টম শ্রেণী হইতে প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর পারিতোষিক পাইয়া ছিলাম কিন্তু প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়াই পড়া ক্ষান্ত দিতে হইয়াছিল, কারণ প্রায় এক বৎসর ডাক্তারের দ্বারায় চিকিৎসা করাইয়াছি।

এই পাঠ্যাবস্থার সহিত আর একটী কার্য্য করিয়াছি (যাহার উন্নতিই আমার অবনতির এক মাত্র কারণ) সেটীও শুনুন। একদা কোন কার্য্যোপলক্ষে একটী বন্ধুর বাটীতে গিয়া দেখি, তথায় আমার পরিচিত আরও চারিটী বন্ধু আছেন এবং তাহারা সকলে একত্র সমবেত হইয়া একটী ভয়ানক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন;—৪ টী মদের বোতল ও খানিকটা মাংস লইয়া ঢালা ঢালির আয়োজন করিতেছেন। ব্যাপারটী দর্শন করিয়া আমি কিছু কাল বিস্ময়াপন্ন ভাবে স্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম! আমার বন্ধুরা আমাকে দেখিয়া পরমাহ্লাদিত চিত্তে আমাকে নানা প্রকার অনুরোধ করিতে লাগিল, আমার মন সহজেই ভিজিয়া গেল, আমি হাসিতে হাসিতে গেলাশ ধরিলাম, তার পর যাহা করিলাম তা লেখনির দ্বারায় প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। সেই দিন হইতে সুরাদেবী আমার প্রতি অসীম দয়া প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমিও দেড় বৎসর কাল যথা বিহিত অনুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রতি দিবস রাত্রে তাঁহার পূজা করিয়াছি। তিনি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিয়া সন্তুষ্টান্তকরণের সহিত আমাকে বর প্রদান করিয়াছেন। আমি আর কোন সুখের অভিলাষে এ পাপ পৃথিবীতে থাকিব? আমি এই পত্র খানির দ্বারায় পিতা, মাতা ও ভারত সন্তানদিগের নিমিত্ত এ জন্মের মত বিদায় লইলাম। বোধ করি জীবনের কার্য্য গুলিন সর্ব্বসাধারণের নিকট প্রকাশ হওয়া পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করিতে পারিব না, শমন আগত প্রায়।

সুরাদেবীর প্রসাদে আমি লজ্জা ভয় ত্যাগ করিয়া আমার সম্বন্ধে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা অবিকল আপনাকে জানাইলাম। ভরসা করি আমার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে শত শত ভারত সন্তান অকালে কালগ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া স্বদেশের মুখ উজ্জল করিতে পারিবেন।

ডাক্তরেরা এই প্রবল শত্রুর প্রতিপক্ষে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। দুঃখিনী জননী রহিল। একটী অবলাকে চির দুঃখে ভাষাইলাম। মনের আশা মনেই রহিল, আমি চলিলাম। আমার দশা কি হইবে।

ভবানীপুর।
১৫ ই জ্যৈষ্ঠ } শ্রীসঃ—

☞এই পত্রিকা কলিকাতা, বাগবাজার আনন্দ চন্দ্র চাটুর্য্যের গলি ২ নং বাটী হইতে প্রতি বৃহস্পতিবার শ্রীচন্দ্র নাথ রায় দ্বারা প্রকাশিত হয়।